সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি: সাহিত্য সংস্কৃতি, নবপত্রিকা
সোম: স্বাস্থ্য বীমা, আরোগ্য
মঙ্গল: শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি, চাবিকাঠি
বুধ: ভ্রমণের টুকিটাকি, পরিক্রমা
বৃহস্পতি: সুন্দর থাকা, সাজো ও সাজাও
শুক্র: সিনেমা অনুষঙ্গ, বায়োস্কোপ
শনি: অর্ধেক আকাশ, চিত্রাঙ্গদা
আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ রক্তদান শিবির করার বার্তা দিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং
ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম বৈঠক ২

কলকাতা ২৩ জুন ২০২৫ ৮ আষাঢ় ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.06.2025, Vol.19, Issue No. 14, 8 Pages, Price 3.00

শান্তির খোঁজে ট্রাম্পের বোমা, মোদীর কথা

পরমাণু কেন্দ্রে মার্কিন হামলা, প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা ইরানের

ওয়াশিংটন, ২২ জুন: রবিবার ভোরে ইরান-ইজরায়েল সংঘাতে সরাসরি যোগ দিয়েছে আমেরিকা। হামলার পর ট্রাম্প নিজেই জানিয়েছেন, ইরানের তিনটি পরমাণু কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে তাঁর দেশের সেনাবাহিনী।

রবিবার ভোরে ইরানের তিনটি পরমাণুঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে আমেরিকার যুদ্ধবিমান। সমাজমাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই সে কথা জানিয়েছেন। আমেরিকা আক্রমণ করেছে ইরানের ফরডো, নাতান্জ এবং এসফাহানে। হামলার পর আমেরিকার স্থানীয় সময় রাত ১০টায় হোয়াইট হাউস থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন তিনি। জানান, এর পরেও শান্তিস্থাপন না-করলে আরও ভয়ানক হামলা হবে ইরানে।

এদিন হামলার পরই ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে জানান, 'আমরা ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থান, ফরদো, নাতানজ এবং এসফাহানে ; আমাদের অত্যন্ত সফল হামলা সম্পন্ন করেছি। সব বিমানে পূর্ণ মাত্রায় বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে, বিশেষত মূল টার্গেট ছিল ফরদোতে। এখন সমস্ত বিমান ইরানের আকাশসীমার বাইরে এবং নিরাপদে ফিরে আসছে। আমাদের মহান আমেরিকান যোদ্ধাদের অভিনন্দন। এমন একটি কাজ বিশ্বের আর কোনো সেনাবাহিনী করতে পারত না। এখন শান্তির সময় এসেছে! এই বিষয়ের প্রতি আপনার মনোযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

গত ২০ জুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, দু'সপ্তাহের মধ্যে ইরানে হামলা চালানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে আমেরিকা। কার্যক্ষেত্রে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে ইরানের তিন পরমাণু কেন্দ্রে হামলা চালাল ওয়াশিংটন। এই অবস্থায় রবিবার সন্ধ্যায় (ভারতীয় সময়) এক বিবৃতিতে পেন্টাগন জানায়, ইরানের রাজনৈতিক কাঠামো বা শাসনব্যবস্থাকে বদলে দেওয়া তাদের মিশনের উদ্দেশ্য নয়। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেঠ এই বিষয়ে বলেন, 'এই মিশন (ইরানের) শাসনব্যবস্থাকে পরিবর্তনের জন্য ছিল না।'

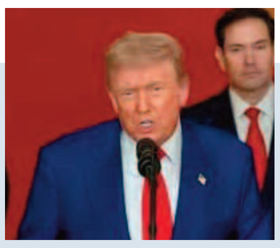

আমাদের মহান আমেরিকান যোদ্ধাদের অভিনন্দন। এমন একটি কাজ বিশ্বের আর কোনও সেনাবাহিনী করতে পারত না। এখন শান্তির সময় এসেছে!
ডোনাল্ড ট্রাম্প

এদিকে, ইরানে মার্কিন হামলার পরেই ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়ে ভিডিয়ো বার্তা দেন নেতানিয়াহু। পরে একে একে আসে ইজরায়েল-আমেরিকার বন্ধুত্বের কথা, ইরানে ইজরায়েলি হামলার প্রসঙ্গও। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর সুরেই 'শান্তির' বার্তা দেন তিনি। বলেন, 'শক্তির মধ্যে দিয়েই শান্তি আসে!' ইরানের পরমাণু কেন্দ্রকে নিশানা করা ট্রাম্পের এক শক্তিশালী সিদ্ধান্ত বলেই মনে করছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে ইরানের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়ে রাখেন তিনি।

ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করে নেতানিয়াহু বলেন, 'ইরানের পরমাণুকেন্দ্রকে লক্ষ্যবস্তু করার মতো আপনার এই সিদ্ধান্ত ইতিহাস বদলে দেবে!' ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, শান্তি শুধু শুধু আসতে পারে না। তার জন্য শক্তিপ্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। ট্রাম্প এবং তিনি যে একই ধারায় চিন্তা করেন, তা-ও ব্যাখ্যা করেছেন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং আমি প্রায়শই বলি, শক্তির মাধ্যমে শান্তি আসে। প্রথমে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন, তার পরেই আসে শান্তি। ট্রাম্প এবং আমেরিকান বাহিনী শক্তি প্রদর্শন করেছে।'

অন্যদিকে, আমেরিকার হামলায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকলেও দমছে না ইরান! আমেরিকার হামলার পরও ইজরায়েলে মিসাইল হামলা চালিয়েছে ইরান। পাশাপাশি, আমেরিকার হামলার তীব্র নিন্দা করেছে ইরান। সে দেশের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিষয়টি উল্লেখ করে জানানো হয়েছে, আমেরিকা কোনও নীতির ধার ধারে না। ইরানের শান্তিপূর্ণ পরমাণু কর্মসূচিতে হামলা চালিয়ে আমেরিকা তা বুঝিয়েছে। এই হামলার নিন্দা জানানো হচ্ছে। এই গুরুতর অপরাধের পরিণতির

■ এরপর ২-এর পাতায়

প্রথমে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন, তার পরেই আসে শান্তি। - নেতানিয়াহু

যুদ্ধ থামবে না, আরও বাড়বে। - খামেনেই

সংঘাত প্রশমনেরই বার্তা উদ্বিগ্ন নমোর

নয়াদিল্লি, ২২ জুন: ইরানের মাটিতে মার্কিন হামলায় মধ্যপ্রাচ্যে ঘনিয়ে উঠেছে যুদ্ধের কালো মেঘ। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে রবিবারই ফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গোটা ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী আলোচনার মাধ্যমে কূটনৈতিক পথে দ্রুত সমাধানের রাস্তা খোঁজার পরামর্শ দিলেন।

সমাজমাধ্যমের পোস্টে মোদী লেখেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের মধ্যে সবিস্তার কথা হয়েছে। সাম্প্রতিক উত্তেজনাবৃদ্ধি নিয়ে গভীর উদ্বেগের কথা জানিয়েছি। আরও এক বার আলোচনা এবং কূটনীতির মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমনের বার্তা দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা এবং সুস্থিতি দ্রুত ফিরে আসুক।'

রবিবার ভোররাতে ইরানের ফরডো, নাতান্জ এবং এসফাহানে। পরমাণু স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে মার্কিন বোমারু বিমান বি-২। মাটির নিচে অবস্থিত এই স্থাপনাগুলি ধ্বংসে ব্যবহৃত হয়েছে আমেরিকার বিধ্বংসী বাঙ্কার ব্লাস্টার বোমা। আমেরিকাকে এর পাল্টা জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। ইরানের অন্তত তিনটি পরমাণুকেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। তার পরেই ইরান-ইজরায়েল সংঘাত অন্য মাত্রা নিয়েছে। এমনকি বিশ্বব্যাপী তেল রপ্তানির অন্যতম হরমুজ প্রণালী বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা। এই পরিস্থিতিতে ইরানের প্রশাসনিক প্রধানকে ফোন করে শান্তি প্রতিষ্ঠার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা এবং সুস্থিতি দ্রুত ফিরে আসুক।
নরেন্দ্র মোদী

এই হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে গেলে তা ভারতের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগের। ভারত সরাসরি ইরান থেকে খুব বেশি তেল আমদানি না করলেও, ভারতকে নিজের চাহিদার ৮৫ শতাংশের বেশি তেল বাইরে থেকে কিনতে হয়। এই আমদানির প্রায় ৫০ শতাংশ হরমুজ প্রণালী (বাণিজ্য পথ) দিয়ে আসে। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের প্রায় ২০ শতাংশ বাণিজ্য এই পথ দিয়ে হয়। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা এই যুদ্ধের জেরে ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করলে ভারতের বাণিজ্য বিরাট বাধার সম্মুখীন হবে। ইরাক, সৌদি আরব, আরব আমিরশাহী থেকে আসা তেলের সাপ্লাই বাধাপ্রাপ্ত হবে। যার প্রভাব সরাসরি পড়বে দেশের অর্থনীতিতে।

এর পরিস্থিতিতে মারণ এই যুদ্ধ বন্ধ করতে ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই ফোনালাপ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্জাবে ফের ধৃত দুই পাক গুপ্তচর

চণ্ডীগড়, ২২ জুন: ফের একবার চরবৃত্তির অভিযোগে অভিযোগ পঞ্জাব থেকে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার অমৃতসর গ্রামীণ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ধৃত দু'জনের নাম গুরপ্রীত সিং ওরফে গোপি ফোজি এবং সাহিল মাসিহ ওরফে সানি। অভিযোগ, পেন ড্রাইভের মাধ্যমে দেশের একাধিক গোপন তথ্য পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-কে পাচার করতেন এই দুই অভিযুক্ত।

পঞ্জাব পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এই দুই অভিযুক্তের সঙ্গে আইএসআই আধিকারিকদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। এদিকে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি যে দু'টি মোবাইলের মাধ্যমে পাক হ্যান্ডেলারদের সঙ্গে অভিযুক্তরা যোগাযোগ করত সেই মোবাইল দু'টিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, অপারেশন সিঁদুরের পর ভারতে বসবাস করা পাক গুপ্তচরদের চিহ্নিত করা শুরু করেন গোয়ান্দারা। সুন্দরী ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রার পরই দেশের নানাপ্রান্তে একাধিক পাক গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও বেশ কয়েকজনের খোঁজ পান তদন্তকারী আধিকারিকরা। বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরই মধ্যে পঞ্জাব থেকে দুই পাক চরকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

গ্রেপ্তার দুই আশ্রয়দাতা, পরিচয় মিলল জঙ্গিদের

নয়াদিল্লি, ২২ জুন: পহেলগাঁও-এ ভয়াবহ পর্যটক হত্যাকাণ্ডে বড়সড় সাফল্য পেল জাতীয় তদন্ত সংস্থা। পাকিস্তান থেকে আগত তিন লস্কর-ই-তইবা জঙ্গিকে পহেলগাঁও-এ আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে কাশ্মীরের দুই বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। পাশাপাশি, ওই জঙ্গিদের পরিচয়ও প্রকাশ্যে এসেছে বলে জানিয়েছে এনআইএ।

গ্রেপ্তার হওয়া দুই অভিযুক্তের নাম পারভেজ আহমদ জোথার (বাসিন্দা বটকোট, পহেলগাঁও) ও বশির আহমদ জোথার (বাসিন্দা হিল পার্ক, পহেলগাঁও)। তদন্তে উঠে এসেছে, ২২শে এপ্রিলের ওই হামলার আগে পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত একটি ঋতুভিত্তিক কুঁড়েঘরে (ঢক) ওই তিন সশস্ত্র লস্কর জঙ্গিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন

এই দুই ব্যক্তি। জঙ্গিদের হাতে খাদ্য, আশ্রয় এবং অন্যান্য সরঞ্জাম তুলে দেওয়ার পাশাপাশি, এলাকাটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল বলে অনুমান। হামলার দিন, দুপুরবেলা, ওই তিন জঙ্গি পরিকল্পনা করে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে পর্যটকদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। মৃত্যু হয় ২৬ জন নিরীহ পর্যটকের, গুরুতর জখম হন আরও ১৬ জন। এই নিষ্ঠুরতা ও নিখুঁত পরিকল্পনা দেখে বিস্মিত গোটা দেশ। এনআইএ সূত্রে দাবি, অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি জেনে-বুঝেই জঙ্গিদের সহায়তা করেছিলেন।

এই ঘটনায় এনআইএ মামলা রুজু করেছে। গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ইউএপিএ-র ১৯৬৭ সালের ধারা ১৯ প্রয়োগ করা হয়েছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ধৃতদের জেরা করে হামলায় জড়িত তিন জঙ্গির পরিচয় ও তাঁদের পাকিস্তানি নাগরিকত্ব নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে।

সংস্থা জানিয়েছে, এই হামলার পিছনে পাকিস্তান-ঘনিষ্ঠ নিষিদ্ধ সংগঠন লস্কর-ই-তইবা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল এবং তাদের সাহায্যকারী নেটওয়ার্ক উপত্যকায় ছড়িয়ে আছে। এনআইএ আরও জানিয়েছে, তদন্ত এখনও চলছে এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সে জন্য সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নজরদারি ও গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করা হচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

'ভারত মাতার অপমান, নেহি সহেগা হিন্দুস্তান'

'অপারেশন সিঁদুর'-এর সাফল্যে বীর ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়ে ঠাকুরনগর, গাইঘাটা বিধানসভা এলাকায় 'তিরঙ্গা যাত্রা'তে অংশগ্রহণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের ভিতরে সক্রিয় ভারত-বিরোধী শক্তিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার বিকেলে নদিয়ার গাইঘাটা বিধানসভা এলাকার ঠাকুরনগরে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সাফল্য উদ্যাপন উপলক্ষে আয়োজিত 'তিরঙ্গা যাত্রা'-য় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, 'ভারত মাতার অপমান, নেহি সহেগা হিন্দুস্তান।'

সেই মঞ্চ থেকেই শুভেন্দু বলেন, 'পহেলগাঁও কাণ্ডের জবাব দিতে অপারেশন সিঁদুর-এর সাফল্যের পর দেশ তথা রাজ্যজুড়ে চার সপ্তাহের বেশি সময় ধরে তিরঙ্গা যাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে দেশের আপামর দেশপ্রেমিক সাধারণ মানুষ থেকে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী, ক্লাব

■ এরপর ২-এর পাতায়

শাহের সফরের আগেই মাও-হানা

রায়পুর, ২২ জুন: দেশ থেকে মাওবাদীদের নির্মূল করার বার্তা দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মাওবাদীদের পুনর্বাসন দিয়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য সবরকম উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার অমিত শাহর দুই দিনের সফরে ছত্তিশগড় সফর শুরুর আগেই নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানের পালটা এবার সাধারণ গ্রামবাসীদের নিশানা করল মাওবাদীরা।

ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় দুই সাধারণ গ্রামবাসীকে হত্যার অভিযোগ উঠল মাওবাদীদের বিরুদ্ধে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বিজাপুর জেলার পামেদ থানা এলাকার দুই গ্রামে হামলা চালায় মাওবাদীরা। সেন্দ্রাবোর ও আয়েমপুর গ্রামে বেছে বেছে দু'জনকে খুন করে মাওবাদীরা। কী কারণে তাঁদের হত্যা করা হল তা জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, পুলিশের চর সন্দেহে এই হামলা চালানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কোথা থেকে এসে মাওবাদীরা এই হামলা চালিয়েছে তা জানার চেষ্টা চলছে। শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান।

ডিএ সিদ্ধান্ত

■ আর মাত্র ৫ দিন সময়। তারপরই শেষ হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের নির্ধারিত সময়সীমা। রাজ্য সরকারের সমস্ত কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ)-র ২৫ শতাংশ মেটাতে হবে আগামী ২৭ জুনের মধ্যেই। শুক্রবার রথযাত্রার ছুটি, তারপর শনি ও রবিবার সরকারি ছুটি। অর্থাৎ কার্যত এই সপ্তাহে বৃহস্পতিবারই শেষ কার্যদিবস। ফলে বৃহস্পতিবারের মধ্যেই নবান্ন থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনও ঘোষণার সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন প্রায় ১০ লক্ষ ডিএ প্রাপক।

ভোট গণনা

■ নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশ আজ। সকাল ৮টা থেকে পানিঘাটা হাইস্কুলে শুরু হবে গণনার কাজ। তবে উপনির্বাচনের নিরিখে এই গণনা ঘিরে এবার বিশেষ কড়াকড়ি করেছে কমিশন। শুধুমাত্র দুটি হল ঘরে ১৬টি গণনা টেবিলেই চলবে গোটা প্রক্রিয়া। ফলে গণনার রাউন্ডের সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও সব ঠিকঠাক চললে দুপুর একটা নাগাদ ফলপ্রকাশ সম্ভব বলেই মনে করছে নির্বাচন দপ্তর।

গ্রেপ্তার

■ শুক্রবার গভীর রাতে দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার বেহালার পর্ণশ্রী এলাকায় ঘটে গণপিটুনির ঘটনা। রাজস্থান থেকে কলকাতায় আসা দুই ব্যক্তি; মহেন্দর সিং ও দীপক সিং; নকল সোনা বিক্রির অভিযোগে উত্তেজিত জনতার হাতে মার খেয়ে গুরুতর জখম হন। পরে মহেন্দরের মৃত্যু হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ঘটনাস্থল থেকে সিসিটিভি ফুটেজ জোগাড় করে। সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ।

গুণমানে ব্যর্থ

■ ওষুধের গুণমান নিয়ে ফের প্রশ্নের মুখে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল সংস্থা -র সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ, গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে দেশের বাজারে বিক্রি হওয়া মোট ১৮৮টি ওষুধ। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি জীবনদায়ী ইনজেকশন, ট্যাবলেট ও ক্যাপসুলও রয়েছে। রিপোর্ট সামনে আসতেই তীব্র উদ্বেগ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। রোগীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। একই সঙ্গে ওষুধের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

অসুস্থ সৌগত

■ ফের অসুস্থ সৌগত রায়। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাওয়ার পর প্রবীণ রাজনীতিবিদকে বেলভিউ ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। পারিবারিক চিকিৎসক ডা. মনোজ শাহ-এর তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। শোনা যাচ্ছে, সপ্তাহখানেক ধরেই তিনি অসুস্থ, স্নায়ুর সমস্যার ভুগছেন। রবিবার দুপুরে তিনি আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন আর ঝুঁকি নেননি পরিবারের সদস্যরা। ভর্তি করান কলকাতার নার্সিংহোমে। তাঁর স্বাস্থ্যের খবরে চিন্তিত দলীয় নেতৃত্ব। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও খোঁজ নিচ্ছেন।

লোকালয়ে চিতা

■ ফের লোকালয়ে বন্যপ্রাণের হামলা। এবার তামিলনাড়ুতে চিতাবাঘের হামলায় মৃত্যু হল ৪ বছরের এক শিশুকন্যার। কোয়েম্বাত্তুর জেলার চা বাগান লাগোয়া একটি গ্রামের বাড়ির সামনে খেলছিল শিশুটি। তখনই তার উপর চিতাবাঘ হামলা চালায় বলে জানা গিয়েছে। শিশুটিকে গভীর জঙ্গল টেনে নিয়ে যায় প্রাণীটি। একদিন পর জঙ্গল থেকে শিশুকন্যার ক্ষতবিক্ষত নিথর দেহ উদ্ধার হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রক্তদান শিবির করার বার্তা দিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গৌতম ব্যানার্জি স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে রবিবার পহেলগাঁও ও মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের যে সকল সনাতনী হিন্দুরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল হালিশহর বৈদ্যপাড়ায়। উক্ত রক্তদান শিবিরে হাজির হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার প্রতিটি মণ্ডলে রক্তদান শিবির করার বার্তা দিলেন। তিনি বলেন, রক্তের সংকট মোচনে গৌতম ব্যানার্জি স্মৃতি রক্ষা কমিটি খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। মুর্শিদাবাদ-সহ সনাতনী যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের স্মরণে তাঁরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। তবে আগামীদিনে জেলার প্রতিটি মণ্ডলে রক্তদান উৎসব পালন করা হবে। দলীয় কর্মীদের বেশি করে তিনি সেবামূলক কাজে নিয়োজিত থাকার পরামর্শ দিলেন। তিনি বলেন, দেশের ভালোর জন্য কাজ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উক্ত রক্তদান শিবিরে এদিন হাজির ছিলেন শিবিরের উদ্যোক্তা রাজা দত্ত, বীজপুর-২ মণ্ডল সভাপতি সজল কর্মকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রিয়াঙ্গু পান্ডে-সহ বিশিষ্টজনেরা।

ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিবার ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চ, ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা শাখার প্রথম বৈঠক জগদ্দলের মজদুর ভবনে আয়োজিত করল। এই বৈঠকে বলা হয় যে, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চকে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হয়ে তাদের আস্থা অর্জন করতে হবে, সংগঠনকে মজবুত করতে হবে এবং সদস্যদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং এই বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল শ্রমিকদের ভূমি, তাই ভবিষ্যতে ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চ শ্রমিকদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠবে। তিনি আরও বলেন, আগামী সময়ে শ্রমিকরাই বাংলায় শাসন পরিবর্তন ঘটাবে এবং বিজেপির সরকার গঠন করবে। এই বৈঠকে প্রাক্তন ব্যারাকপুর সাংসদ অর্জুন সিং ছাড়াও ভাটপাড়া থেকে বিজেপি বিধায়ক পবন সিং, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বিনয় কুমার মণ্ডল, কল্পতরু ভট্টাচার্য, ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চ, ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি পরমেশ্বর সিং এবং সাংগঠনিক জেলার অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চের সমস্ত কর্মকর্তাদের তাদের দায়িত্ব সম্পর্কিত নিয়োগপত্রও প্রদান করা হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৩শে জুন। ৮ই আষাঢ়। সোমবার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র এবং বিংশোত্তোরী ও রবি মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র-শং।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

(আজ আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

CHANGE OF NAME

I, Soma Banik, W/o Suman Chongder residing at Karunamoyee Apartment, 478A, Anandapally West, near Ananda Pally New Friends Association Club, Purba Putiary, Kolkata-700093, have changed my name in my daughter's birth certificate No. WB_BR_2015/20005/1/556 issued by Barasat Municipality, where in my name has been written as Soma Chongder (Banik) in place of Soma Banik as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata, vide Affidavit No. 34498 dated 06.06.2025 Soma Chongder, Soma Chongder (Banik) and Soma Banik all are same and identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১)শ্রী **শচীন্দ্রনাথ কর্মকার ওরফে শচীন কর্মকার,** পিতা বিষ্টুচরন কর্মকার ওরফে বিষ্ণুপদ কর্মকার ২)শ্রী **সন্দীপ কর্মকার, ৩)শ্রী অশোক কুমার কর্মকার ওরফে অশোক কর্মকার,** ২ ও ৩ নং এর পিতা বিষ্ণুচরন কর্মকার, সকলের পিতা আনন্দনগর বাঁকিপুর, সোমড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়গণ বিগত ইং ১২/০৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3678/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাদেরকে **(১)শ্রী সন্দীপ পাল** পিতা ৺নিমাই পাল ও **২)শ্রী দিলীপ দেবনাথ** পিতা ৺ধীরেন্দ্রনাথ দেবনাথ, উভয়ের সাকিম বালিগড়ি, সোমড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২১২৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার [illegible]

PUBLIC NOTICE

One Original Deed of Conveyance, dated 28-11-2003, executed by **Nemai Chandra Pal** in favour of **Pradip Kumar Das** in respect of Sale of land area measuring about **6.44 Satak** be the same a little more or less, lying and situate at Mouza- Deulpara, J.L. No. 5, comprised in R.S. Dag No.- 591, corresponding to L.R. Dag No.- 1031 under L.R. Khatian Nos. 1127 at Police Station- Naihati at under jurisdiction of A.D.S.R. Naihati in the District- North 24 Parganas. The said deed was duly registered in the office of A.D.S.R. Naihati, and recorded in Book No.-I, Volume No.- 146, Page from 341 to 350, **Being No.- 6480 for the year 2003**. The said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 706** was lodged on **13-06-2025** with **Naihati Police Station** in respect of said deed by my client **SUBIR KUMAR GHOSH**. The said deed was not mortgaged before any bank. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

Ritu Hela (Advocate)
Barrackpore Court, Mob: 9748856804

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত

টাইটেল অ্যাপিল নং ০৪/২০২৪

অ্যাপিলেন্ট :- শ্রী রবি শঙ্কর মোহান্ত দীং

বনাম

রেসপনডেন্ট :- শ্রী শম্ভু অধিকারী দীং

বরাবর:- ইলা দাস বৈরাগ্য, স্বামী- স্বর্গীয় নিতাই দাস বৈরাগ্য, সাং- ৮১/৬/এ, গোস্বামী পাড়া রোড, পোঃ ও থানা- বালি, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১২০১.

এতদ্বারা আপনাকে এই বিজ্ঞপ্তি দিয়া জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত অ্যাপিলেন্টগণ - **ইলা দাস বৈরাগ্য,** স্বামী- স্বর্গীয় নিতাই দাস বৈরাগ্য, সাং- ৮১/৬/এ, গোস্বামী পাড়া রোড, পোঃ ও থানা- বালি, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১২০১, এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে বর্তমান টাইটেল অ্যাপিল মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। আপনার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

অদ্য ইংরাজী ১৩/০৬/২০২৫ তারিখে আদালতের শীল স্বাক্ষর যুক্ত মতে দেওয়া হইল।

আদেশানুসারে
প্রতিম চৌধুরী (সেরেস্তাদার)
নবদ্বীপ অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
Bench Clerk, Addl. District & Sessions Judge, Nabadwip, Nadia 13/06/25

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ১)শ্রীমতী উমা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামী ৺অমিয় প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২)শ্রী অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩)শ্রী অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪)শ্রী অহীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫)শ্রীমতী শিখা চক্রবর্ত্তী [illegible] ৬)শ্রীমতী শীলা চক্রবর্ত্তী [illegible] ৭)শ্রী অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] ১)শ্রী অশোক কুমার ব্যানার্জী, ২)শ্রী অনন্ত কুমার ব্যানার্জী, ৩)শ্রী অশোক কুমার ব্যানার্জী [illegible] ১)শ্রীমতী তুলিকা রায় বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] ২)কুমারী অনিতা ব্যানার্জী [illegible] ৩)শ্রী অলোক ব্যানার্জী, ৪)শ্রী অজিত কুমার ব্যানার্জী [illegible] ৫)শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী [illegible] ১)শ্রী অমিতাভ ব্যানার্জী [illegible] ১)শ্রী অমল ব্যানার্জী [illegible] ৩)শ্রী অঞ্জু ব্যানার্জী [illegible] ৪)শ্রীমতী তুলিকা রায় বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] **তপশীল** [illegible]

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর রুটে আসছে এসি লোকাল, প্রকাশিত হল ভাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের যাত্রীদের জন্য বড় খবর। অবশেষে শিয়ালদহ মেইন লাইনে চালু হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত এয়ার কন্ডিশনড (এসি) লোকাল ট্রেন। নিত্যযাত্রীদের স্বস্তি দিতে এবং যাতায়াতকে আরামদায়ক করতে রেলের এই নতুন উদ্যোগে খুশি যাত্রীরা। রেল সূত্রে খবর, পরীক্ষামূলকভাবে চালু হওয়া এই ট্রেনের সম্ভাব্য ন্যূনতম ভাড়া ধরা হয়েছে ২৯ টাকা। যাত্রাপথ অনুযায়ী ধাপে ধাপে ভাড়া বাড়বে। ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত ২৯ টাকা, ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ৩৭ টাকা, ২৫ কিমির জন্য ৫৬ টাকা, নৈহাটি অবধি যেতে লাগবে ৯০ টাকা। রানাঘাটের ক্ষেত্রে ভাড়া ১১১ টাকা এবং কৃষ্ণনগর পর্যন্ত পৌঁছতে খরচ হবে ১৩২ টাকা। উপরন্তু, এই ভাড়ার ওপর ৫ শতাংশ জিএসটি ধার্য হবে বলে জানানো হয়েছে।

মাসিক টিকিটের ব্যবস্থাও থাকছে এই পরিষেবায়। প্রাথমিক ভাবে সর্বোচ্চ মাসিক পাসের খরচ হতে পারে প্রায় ২,৫১০ টাকা। রেলের জনসংযোগ বিভাগের এক কর্তার কথায়, শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট পর্যন্ত প্রায় ৯০ কিমি পথ এই এসি লোকালে অতিক্রম করা যাবে দেড় ঘণ্টার মধ্যে। ট্রেন কত দিনে থেকে চালু হবে, অথবা দিনের কোন কোন সময় চলবে; তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই পরিষেবা শুরু হওয়ার খবরে খুশি রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার। তিনি বলেন, এসি লোকালের দাবি আমি বহু আগেই তুলেছিলাম। মুম্বইয়ে যখন এসি ট্রেন চালতে পারে, তখন বাংলাতেও চলা উচিত। কৃষকদের জন্য স্পেশ্যাল ট্রেনের দাবির মতোই, এটিও আমি কেন্দ্র থেকে আদায় করেছি। রেলমন্ত্রীকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এখন শুধু অপেক্ষা; কবে থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে ঢুকবে সেই প্রথম শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেন।

ছাত্রছাত্রীদের মেন্টরিং প্রোগ্রামে বই ও বৃত্তিপ্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখানা : নামখানা ব্লকের শিবরামপুর সমবায় সমিতিতে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে একটি মহতী মেন্টরিং প্রোগ্রাম এবং নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ও বৃত্তি প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চারজনের হাতে তাদের উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়া হয়। তার মধ্যে দু'জন বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত এবং দু'জন কলা বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করছে। প্রোগ্রামে বিদিশা দাস এবং সদ্যপিতৃহারা শ্রাবণী দোলুই এর হাতে মাসিক বৃত্তি হিসেবে এক হাজার টাকা করে তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের কিভাবে আগামী দিনে নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে তার দিশা তুলে ধরেন বক্তারা। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নামখানা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিভাস সরকার।

বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণের ঘটনার জেরে মৃত্যু হল দু'জনের। ঘটনা জানাজানি হতেই বীরভূম জেলা পুলিশের বিশাল বাহিনী গোটা গ্রাম জুড়ে তল্লাশি চালিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় লাভপুর থানার হাতিয়া গ্রাম থেকেই উদ্ধার করে ৩০ টি তাজা বোমা। রবিবার সকালে গ্রামের বাইরে খোলা জায়গায় সেই বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে বোম স্কোয়াড।

শনিবার বিকেলে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে পদ্মশ্রী শিক্ষাবিদ কাজি মাসুম আখতারের কলকাতার বাড়িতে পৌঁছলেন ভারত সেবাশ্রমের অন্যতম কর্ণধার ও আরেক পদ্মশ্রী কার্তিক মহারাজ। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর তাদের আলোচনায় জাতি, ধর্ম তথা রাজনীতি সহ নানা বিষয় উঠে আসে। রাজনীতির নামে রাজ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে বৈরিতার সম্পর্ক ক্রমে বেড়ে চলেছে -তার অবসানের জন্য কি কি করণীয়, সে সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

‘ভারত মাতার অপমান, নেহি সহেগা হিন্দুস্তান’

■ প্রথম পাতার পর

সংগঠন; সবাই অংশ নিচ্ছেন। আমরা বিজেপির বিধায়কেরা তাঁদের নিজ নিজ বিধানসভা এলাকায় ইতিমধ্যেই তিরঙ্গা যাত্রা করেছি। আজ গাইঘাটা বিধানসভা এলাকায় এই কর্মসূচি হচ্ছে।’

দেশকে সর্বাগ্রে রাখার বার্তা দিয়ে শুভেন্দু আরও বলেন, ‘আমরা সবসময়ে মনে রাখি, আমাদের আরাধ্যা দেবী ভারত মাতা। তাই আমরা বিশ্বাস করি, ব্যক্তিস্বার্থ বা রাজনৈতিক দলের স্বার্থের উপরে উঠে দেশ প্রথম। দেশের স্বার্থকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়ে যেন কাজ করতে পারি, এটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।’

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘মোদীজি অনেক কাজ করেছেন; ৩৭০ ধারা বিলোপ, সিএএ প্রণয়ন, তিন তালাক বাতিল, ওয়াকফ আইন সংস্কার। আমি তাঁকে আরও একটি আবেদন জানাতে চাই, যারা দেশের ভিতরে বসে পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলেন, মিছিল করেন, সেই টুকরে টুকরে গ্যাং-এর বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে হবে। সংসদে এর জন্য কঠিনতম আইন আনা উচিত।’

শেষে দেশবিরোধীদের প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘অসম ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এই দেশবিরোধীদের বিরুদ্ধে যেভাবে আইনত কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন, তাতে ওরা বুঝতে পেরেছে; দেশে থেকে, দেশের খেয়ে, দেশের পড়ে, দেশে শান্তিতে বসবাস করে আর যাই হোক, ভারত মাতার অপমান, নেহি সহেগা হিন্দুস্তান।’

সত্য সাঁইবাবার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রেম প্রবাহিনী রথযাত্রা এসে পৌঁছল জগৎবল্লভপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সত্য সাইবাবার জন্ম শতবর্ষ উদযাপন করতে হবে বিশেষ রথযাত্রা। শনিবার হুগলি জেলার গজারমোড় থেকে রথ এসে পৌঁছল হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের সাদাতপুরে। সেখানে সারাদিন ব্যাপী পাদুকা প্রণাম, স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির, মেডিক্যাল ক্যাম্প, সর্বধর্ম প্রার্থনা, বাচ্চাদের হস্তশিল্প প্রদর্শন, এবং বাচ্চাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রবিবার সকালে এই রথ জগৎবল্লভপুর থেকে যাত্রা করে পৌঁছয় হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে।

আয়োজক শ্রী সত্য সাই সেবা সংস্থার, হাওড়া জেলা সভাপতি প্রণয় কুমার শেঠ বলেন, গত ১ জুন থেকে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রেম প্রবাহিনী রথযাত্রা শুরু হয়েছে। যা সারা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় যাবে। আগামী ২৩ নভেম্বর বাবার জন্ম শতবর্ষ পালিত হবে। তার আগে সারা দেশেই এই রথ পৌঁছবে। সারা দেশে মোট পাঁচটি রথ এই পরিক্রমা করবে।

পরমাণু কেন্দ্রে মার্কিন হামলা, প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা ইরানের

■ প্রথম পাতার পর

জন্য আমেরিকাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী! তবে মার্কিন সেনার এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তি দিয়ে লড়াই করার ক্ষমতা রয়েছে ইরানের। নিরাপত্তা এবং জাতীয় স্বার্থরক্ষার অধিকার তাদেরও রয়েছে।

আমেরিকার মার মুখ বুঝে সহ্য করবে না ইরান। তিন পরমাণু কেন্দ্রে মার্কিন হামলার পর স্পষ্ট ভাষায় সে কথা জানিয়ে দিলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনেই-এর এক উপদেষ্টা। তাঁর বার্তা, ‘এবার আমাদের পালা। আমেরিকার নৌবহরে পালটা হামলা চালাবে ইরান।’ শুধু তাই নয়, বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেল সরবরাহের প্রধান রুট হরমুজ প্রণালী বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ইরানের তরফে।

বিবৃতি দিয়ে রবিবারের মার্কিন হামলার কড়া নিন্দা করেছে ইরানের বিদেশ মন্ত্রক। অভিযোগ, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়েও আমেরিকা রাষ্ট্রসংঘের নিয়ম মানেনি। এই বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের সাহায্যও চেয়েছে ইরান। রাষ্ট্রসংঘের পারমাণবিক পর্যবেক্ষক আন্তর্জাতিক অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির (আইএইএ) ডিরেক্টর জেনারেল রাফায়েল মারায়ানো গ্রোসিস সোমবার জরুরি বৈঠক ডেকেছেন। আইএইএ-র গভর্নরদের এই বৈঠকে ডাকা হয়েছে।

রবিবার ভোর রাতে ইরানের তিনটি পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। তারপর থেকেই সেখানে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়ানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে এবার মুখ খুলল ইরান। তারা সাফ জানিয়েছে, তাঁদের পরমাণু ঘাঁটিতে আমেরিকা হামলা চালালেও কোনও তেজস্ক্রিয় বিকিরণের খবর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। নাগরিকরা সুরক্ষিত রয়েছেন।

এদিকে, ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার আক্রমণের নিন্দা করেছে চিন। বেজিংয়ের দাবি, ইরানের পরমাণুকেন্দ্রে আকাশপথে হামলা চালিয়ে আন্তর্জাতিক আইন ভেঙেছে আমেরিকা! শুধু তা-ই নয়, আমেরিকা রাষ্ট্রসংঘের সনদেরও কোনও তোয়াক্কা করেনি বলে মনে করছে চিন। রবিবারের হামলা প্রসঙ্গে বিবৃতি প্রকাশ করে এমনটাই জানিয়েছে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বিদেশ মন্ত্রক।

হাওড়া মহিলা থানার এক নির্জন কোণায় অশ্রুজলভেজা শিক্ষা ‘বারান্দায় রোদ্দুর’

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া শহরের ব্যস্ত রাস্তাঘাট, সাইরেনের শধ, থেমে থেমে পুলিশের গাড়ির গর্জন তারই মাঝে এক টুকরো নীরব বারান্দা, যেখানে প্রতিদিন বিকেলে জমে ওঠে এক অন্যরকম পাঠশালা। এখানে নেই কোনো সরকারি স্কুলের ঘণ্টাধ্বনি, নেই কোনো নির্ধারিত পাঠক্রমের কাঠামো। আছে শুধু কিছু কচিকাঁচা মুখ, চোখে স্বপ্ন, হাতে বইয়ের ব্যাগ, আর আছেন একদল পোশাক পরা রক্ষক, যাঁরা সেদিন পুলিশের চেয়েও বড় পরিচয়ে পরিচিত তাঁরা শিক্ষাদাতা।

হাওড়া সিটি পুলিশের মহিলা থানার বারান্দায় গড়ে ওঠা এই অনন্য পাঠশালার নাম; ‘বারান্দায় রোদ্দুর’। রোজ বিকেলে এখানে রামকৃষ্ণপুর, ঘুসুড়ি, মালিপাঁচঘড়া, শিবপুরের মতো পিছিয়ে পড়া অঞ্চল থেকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আসে। যাদের বাবা-মা দিনমজুর, রিকশাওয়ালা,বা গৃহপরিচারিকা। যাদের ভবিষ্যৎ সবার চোখে অন্ধকার, সেই ভবিষ্যৎকে আলোর দিকে টেনে আনছে এই পুলিশবাহিনী। ২০২৪ সালের ১১ মার্চ, যখন হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার এই ছোট্ট স্বপ্নের সূচনা করেছিলেন মাত্র ২৫ জন শিশুকে নিয়ে, তখন কেউ ভাবেনি এক বছর পর সেই সংখ্যা ৫৪-তে পৌঁছবে। আর যা সবচেয়ে বড় কথা, ৫১ জন শিশুকে স্কুলে ভর্তি করানো গেছে। সেই বারান্দায় এখন আর শুধু পড়াশোনাই হয় না। আঁকা শেখা, গান শেখা, শরীরচর্চাও হয়। আর প্রতিদিন ক্লাস শেষে ছোটদের হাতে তুলে দেওয়া হয় খাবারের প্যাকেট। একজন মা জানালেন, আগে ছেলে পড়াশোনায় মন বসাত না, এখন বিকেল হলেই নিজের থেকে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে বারান্দায় ছুটে যায়। পুলিশ দিদিদের খুব ভালোবাসে।

আর এই অনন্য উদ্যোগের নেপথ্যে রয়েছেন মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কাকলী ঘোষ কুন্ডু। তাঁর গলায় ঝরে পড়ে মাতৃস্নেহ। প্রাথমিক স্তরে আমরা ওদের এমনভাবে তৈরি করি যাতে ওরা স্কুলে ভর্তির জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে। শিক্ষা শিশুদের অধিকার, আমরা চাই না একজন শিশুও সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হোক। পুলিশের এই ভালোবাসা, এই মমতা দেখে বিস্মিত পথচলতি মানুষরাও। অনেকেই থেমে দাঁড়িয়ে দেখে পুলিশের বারান্দায় বসে বই মুখে একঝাঁক শিশু। কেউ কেউ মোবাইলে ছবি তোলেন, কেউ চোখের কোণ মুছে বলেন, সত্যিই, পুলিশের শুধু লাঠি নয়, বুকের ভেতরেও একটা হৃদয় আছে।

এই গল্প শুধু এক থানার নয়, এক শহরের নয়, এই গল্প এক পরিবর্তনের। যে পরিবর্তন বলে দেয় আলো যদি না আসে, তবে আলো জ্বালাও। আর যাঁরা সমাজে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে বেড়ান, তাঁরাও চাইলে হয়ে উঠতে পারেন আগামী প্রজন্মের নির্মাতা।

হাওড়ার সেই বারান্দায় রোজ মিঠে রোদ্দুর নামে। ঠিক তেমনি প্রতিদিন শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয় একেকটি মুখ। আর পুলিশের এই ‘বারান্দায় রোদ্দুর’-এ গড়ে উঠছে এমন এক প্রজন্ম, যারা একদিন হয়তো বলবে, ‘পুলিশ মানে শুধু রক্ষক নয়, গড়ার কারিগরও।’ এই গল্প আমাদের শিখিয়ে দেয়, যে বারান্দা একদিন শুধু থানার একটা কোণ ছিল, আজ তা শত স্বপ্ন পূরণের উঠোন।

নকল সোনা বিক্রির অভিযোগ ভিনরাজ্যের ২ ব্যক্তিকে গণপিটুনি, মৃত ১

বহিরাগত ব্যবসায়ীর মৃত্যু ঘিরে প্রশ্ন আইনশৃঙ্খলা নিয়ে!

নিজস্ব প্রতিবেদন: নকল সোনা বিক্রির অভিযোগেই ডেকে এনে মারধর, তদন্তে উঠে এল নির্মীয়মাণ বাড়িতে ঘটে যাওয়া অমানবিক চিত্র। শনিবার গভীর রাতে দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার বেহালার পর্ণশ্রী এলাকায় ঘটে গেল রক্তরঞ্জিত গণপিটুনির ঘটনা। রাজস্থান থেকে কলকাতায় আসা দুই ব্যক্তি;মহেন্দর সিং ও দীপক সিং; নকল সোনা বিক্রির অভিযোগে উত্তেজিত জনতার হাতে মার খেয়ে গুরুতর জখম হন। পরে মহেন্দরের মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটে এমজি সাহা রোড সংলগ্ন ধর্মরাজতলা অঞ্চলে। ২১ জুন, শনিবার রাত আনুমানিক ২টা ৩০ মিনিট নাগাদ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি ওই দুই রাজস্থানবাসীর উপর চোর বা প্রতারকের সন্দেহ করে। তাঁদের দাবি, মহেন্দর ও দীপক এলাকায় নকল সোনার গয়না বিক্রি করছিলেন। সেই প্রতারণা বুঝতে পেরেই স্থানীয় কয়েকজন তাঁদের এক নির্মীয়মাণ বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করেন।

রক্তাক্ত অবস্থায় দীপককে উদ্ধার করে প্রথমে ভর্তি করা হয় বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। পরে সেখান থেকে তাঁকে এসএসকেএম-এ স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। অপর দিকে, মহেন্দর সিং-এর দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ঘটনাস্থল থেকে সিসিটিভি ফুটেজ জোগাড় করে। সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা। দীপক সিং-এর জবানবন্দি থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে এসেছে তদন্তকারীদের। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর পুলিশ জানিয়েছে, যেখানে দীপককে পাওয়া গিয়েছে সেখানে রক্তের দাগ রয়েছে, তবে মহেন্দরের দেহ যে স্থানে ফেলে রাখা হয়েছিল, সেখানে কোনও রক্তের চিহ্ন ছিল না। অনুমান, তাঁকে অন্য কোথাও মারা হয়েছিল এবং পরে এনে ফেলে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থল থেকে কিছু নকল সোনার গয়নাও উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, এই ঘটনায় যারা জড়িত, তাঁদের কাউকেই ছাড়া হবে না। আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুলিশ ইতিমধ্যেই গণপিটুনির ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ শুরু করেছে এবং দোষীদের চিহ্নিত করতে এলাকায় জোর তল্লাশি চলছে। স্থানীয়দের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ঘটনাটি শহরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। রাতের বেলায় এমন ভয়াবহ গণপিটুনি এবং একজন বহিরাগত ব্যবসায়ীর মৃত্যুকে ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে।

সারা দেশে গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ ১৮৮টি ওষুধ, উদ্বেগে রাজ্যের স্বাস্থ্য মহল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ওষুধের গুণমান নিয়ে ফের প্রশ্নের মুখে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল সংস্থা (সিডিএসসিও)-র সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ, গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে দেশের বাজারে বিক্রি হওয়া মোট ১৮৮টি ওষুধ। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি জীবনরক্ষাকারী ইনজেকশন, ট্যাবলেট ও ক্যাপসুলও রয়েছে। রিপোর্ট সামনে আসতেই তীব্র উদ্বেগ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। কলকাতার সেন্ট্রাল ড্রাগ ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় ২৭টি ওষুধ মানের নিরিখে ফেল করেছে। গোটা দেশের চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ হয়েছে হিমাচল প্রদেশের ওষুধ সংখ্যা ৪৪টি। উত্তরাখণ্ড ও গুজরাতে ২৩টি করে, মহারাষ্ট্রে ১৬টি, মধ্যপ্রদেশে ১৩টি ও পঞ্জাবে ১২টি ওষুধ গুণমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি।

রিপোর্ট অনুযায়ী, কিছু ইনজেকশনে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব মিলেছে, আবার কিছু ওষুধ তৈরি করা হয়েছে বিশুদ্ধ জল ছাড়াই। উদ্বেগজনকভাবে, একাধিক জাল ওষুধ বাজারে এসেছে নামী ব্র্যান্ডের মোড়কে। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও মিলেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। হাওড়া থেকে সংগৃহীত ইউরিম্যাক্স-ডি নামের বহুজাতিক ওষুধ সংস্থার একটি ব্যাচ পরীক্ষায় ফেল করেছে। প্রস্টেট ও কিডনি সমস্যার এই ওষুধটিকে ‘এনএসকিউ’; অর্থাৎ ‘নট অফ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে ড্রাগ কন্ট্রোল কর্তৃপক্ষ। এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে হাওড়ার আমতা থেকে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকার জাল ওষুধ উদ্ধার করেছিল পুলিশ ও ড্রাগ কন্ট্রোল দপ্তর। মার্চে উল্টোডাঙার একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে নকল অ্যালবুমিন ইনজেকশন উদ্ধার হয়। এপ্রিল মাসে সিডিএসসিও জানায়, আরও ১৯৮টি ওষুধ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। এমনকী গত বছরের ডিসেম্বরে ভবানীপুরের এক গোডাউন থেকে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার জাল ওষুধ উদ্ধার হয়েছিল। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ভয়াবহ প্রবণতা বন্ধ করতে এখনই কঠোর পদক্ষেপ দরকার। নজরদারি আরও জোরদার করতে হবে, পাশাপাশি অপরাধীদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থাও চালু করা প্রয়োজন। কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া ভেজাল ওষুধের এই বিপজ্জনক চক্র রোখা সম্ভব নয়।

সিডিএসসিও-র সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে; বর্তমানে বাতিলের তালিকায় রয়েছে ৫৭৫টি ওষুধ। এর মধ্যে রয়েছে চোখের ড্রপ, প্যারাসিটামল-সহ একাধিক বহুল ব্যবহৃত ওষুধ। যা এই মুহূর্তে জনস্বাস্থ্যের জন্য এক বড় হুমকি হিসেবেই উঠে আসছে।

হিন্দুদের বাঁচাতে ২০২৬ সালে বিজেপিকে ক্ষমতায় আসতেই হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হিন্দুদের বাঁচাতে ২০২৬ সালে বিজেপিকে ক্ষমতায় আসতেই হবে। রবিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বললেন, ২০২৬ সালে হিন্দুরা রাস্তায় বেরিয়ে ভোট দেবেন। কিন্তু নির্বাচনের আগে পরিকল্পনা মাফিক সনাতনীদের ভয় দেখিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া চেষ্টা চলছে। বেছে বেছে সনাতনীদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে লুটপাট করা হচ্ছে। সামশেরগঞ্জ, মহেশতলার পর একই ঘটনা ঘটেছে গারুলিয়ার লেনিননগরে। এদিন তিনি আরও বলেন, নির্বাচন এগিয়ে এলে তাঁরা কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে সমস্ত তথ্য দাখিল করবেন। যদিও বাংলার পুলিশের ওপর তাদের ভরসা নেই। তাছাড়া পুলিশ তো তৃণমূলের এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে। তাই নিজেদেরকে লড়াই করতে হবে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের এসওপি বদল করার চেষ্টা করা হবে। প্রসঙ্গত, শনিবার দুপুরে জগদ্দলের পালঘাট রোডের ধারে কালভার্টের নীচ থেকে নিহত তৃণমূল নেতা অশোক সাউয়ের খুড়তুতো ভাই দিলীপ কুমার সাউয়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, অশোক সাউ খুনের মামলার অন্যতম সাক্ষী ছিলেন এই দিলীপ কুমার সাউ। তাই ওকে পরিকল্পনা মাফিক খুন করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, মমতার পুলিশ দুষ্কৃতীদের নিরাপত্তা দেয়। অথচ যাদের নিরাপত্তা দরকার, পুলিশ তাদের নিরাপত্তা দেয় না। প্রাক্তন সাংসদের আরও অভিযোগ, যেখান থেকে দিলীপ কুমার সাউয়ের দেহ উদ্ধার হয়েছে। সেখানে রয়েছে সরকারি মদের দোকান। আর ওই সরকারি মদের দোকানের পাশে ছিল দু'টো গুমটি। সরকারি মদের দোকান বন্ধ হয়ে গেলেও ওই গুমটি থেকে মদের কারবার চালাত রাজ পান্ডে নামে এক দুষ্কৃতী। কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার।

হাসপাতালে ভর্তি সৌগত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাওয়ার পর প্রবীণ রাজনীতিবিদ তথা সাংসদ সৌগত রায় (৭৭) শনিবার বেলভিউ ক্লিনিকে ভর্তি হলেন। পারিবারিক চিকিৎসক ডা. মনোজ শাহ-এর তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসক সূত্রে জানা গিয়েছে, ভর্তি হওয়ার আগে থেকে তিনি কিছুটা ঝিমঝিমে ভাব অনুভব করছিলেন এবং শনিবার থেকে পেট খারাপেও ভুগেছেন বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও সাম্প্রতিক অতীতে তাঁর পড়ে যাওয়ার ইতিহাস রয়েছে, যেটির সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার (সিঙ্কোপ) সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সৌগতবাবুর

দীর্ঘস্থায়ী ডায়াবেটিস (টাইপ ২), উচ্চ রক্তচাপ ও ঠান্ডাজনিত সমস্যা রয়েছে বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন। এক মাস আগে তাঁর পেসমেকার প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল।

পরীক্ষার অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে সিটি স্ক্যান করা হয়েছে, তবে তাতে কোনও উল্লেখযোগ্য অস্বাভাবিকতা ধরা পড়েনি। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, তাঁর শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল হলেও প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

বাবার সঙ্গে ভিক্টোরিয়া দর্শন একরত্তির। ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

‘যোগ্য’দের চাকরি ফিরিয়ে দিন, মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে কংগ্রেসের চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেল বাতিল হওয়ায় বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে তাঁদের স্বার্থরক্ষায় চারদফা দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি পাঠাল প্রদেশ কংগ্রেস।শনিবার পাঠানো ওই চিঠিতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, ২০১৬ সালের প্যানেল থেকে যাঁদের নিয়োগ হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে বহুজন নির্দোষ এবং সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে চাকরি পেয়েছিলেন। অথচ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে একসঙ্গে সবার চাকরি বাতিল হওয়ায় মারাত্মক অবিচার এবং মানবিক বিপর্যয় নেমে এসেছে।

চিঠিতে কংগ্রেসের চারটি প্রধান দাবি তুলে ধরা হয়েছে

১. সিবিআই ও ফরেন্সিক তদন্তের ভিত্তিতে প্রকৃত দোষী ও নির্দোষদের পৃথকীকরণ

২. নির্দোষ প্রার্থীদের বকেয়া বেতন-সহ সমস্ত সরকারি সুবিধা ও চাকরি পুনর্বহাল

৩. এসএসসি-র দুর্নীতির জন্য দায়ী ভিতরের ও বাইরের সমস্ত দুষ্কৃতীর উপযুক্ত শাস্তি

৪. ভবিষ্যতের নিয়োগে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দুর্নীতিমুক্ত পদ্ধতির নিশ্চয়তা

প্রদেশ কংগ্রেসের মতে, আদালতের রায় অনুযায়ী কমিশনের কার্যপদ্ধতি যে কতটা অনিয়মে ভরা ছিল, তা স্পষ্ট। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও স্পষ্ট যে, নির্দোষ ও মেধাবী বহু শিক্ষক বিশেষ করে নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক, এবং গ্রুপ সি ও ডি-র অশিক্ষক কর্মীরা; জীবনধারণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির প্রমাণ নেই, তবু তাঁরা চাকরি হারিয়েছেন। এই অবস্থায় রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ এবং শিক্ষকদের আত্মবিশ্বাস বজায় রাখতে হলে অবিলম্বে এই দাবিগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা দরকার বলে মত কংগ্রেসের।

আবহাওয়া দপ্তর এবার স্কুলে! তৃণমূল স্তর থেকে তথ্য তুলে আনবে হাওয়া অফিস

‘রাজ্যজুড়ে গড়ে উঠছে স্বয়ংক্রিয় অবজারভেটরি’

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আঞ্চলিক স্তরে ঝড়বৃষ্টি, কালবৈশাখী, টর্নেডো ইত্যাদির পূর্বাভাস যেন আরও নিখুঁত হয়, তার জন্য তৃণমূল স্তর থেকে আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহে জোর দিচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। সেই লক্ষ্যেই এবার সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়, কলেজ, এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও এক নয়া প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

মৌসম ভবনের অধীনে দেশের কয়েকটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রকল্প চালু হয়েছে। এবার তা রাজ্যব্যাপী সম্প্রসারণের পথে হাঁটছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পরিকাঠামো গড়ে তুলতে যেমন জমি, অফিসঘর ও অন্যান্য সুবিধার প্রয়োজন পড়ে, তা এড়াতেই বেছে নেওয়া হয়েছে স্কুল ও কলেজ চত্বরকে। এতে যেমন সময় ও অর্থ বাঁচছে, তেমনই তৃণমূল স্তরে পৌঁছনোর পথও সুগম হচ্ছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের আধিকারিকরা হাতে-কলমে শিখিয়ে দিচ্ছেন কীভাবে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ ও নথিভুক্ত করতে হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ‘মউ’ স্বাক্ষরের মাধ্যমে দায়িত্ব ও ব্যয় বণ্টনের বিষয়টি স্পষ্ট করে নেওয়া হচ্ছে। যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যেই অবজারভেটরি বসেছে তাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড হারবার উইমেন্স কলেজ, মালবাজার ও বানারহাটের দুটি স্কুল (জলপাইগুড়ি), মাথাভাঙা কলেজ, ধূপগুড়ি কলেজ, গৌড়বঙ্গ অঞ্চলের একটি বিদ্যালয়। পাশাপাশি প্রস্তাব এসেছে ব্যারাকপুর, মালদা ও সুন্দরবন থেকেও। সাধারণ মানুষও যাতে হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনের খবর সরাসরি জানাতে পারেন, তার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। যেমন মালদার সাম্প্রতিক টর্নেডো; যার পূর্বাভাস ছিল না, কিন্তু স্থানীয় পর্যবেক্ষকের তথ্যেই দপ্তর উপকৃত হয়েছে। এইভাবে তৃণমূল স্তর থেকে আসা তথ্য পূর্বাভাসের নির্ভুলতা বাড়াতে যেমন সাহায্য করছে, তেমন ভবিষ্যতের গবেষণাতেও কাজে লাগছে। তবে শুধু অবজারভেটরি বসালেই চলবে না, তথ্যের গুণমান বজায় রাখাও সমান জরুরি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ভুল তথ্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। তাই নির্ভরযোগ্য ও ধারাবাহিক তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য।

কিছু স্কুল অবজারভেটরি বসানোর পর ব্যয় সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানিয়েছে। সেই কারণেই মৌ স্বাক্ষরের সময়ই ব্যয় বণ্টন নিয়ে স্বচ্ছ আলোচনা করা হচ্ছে। অনেক জায়গায় সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় স্টেশন বসানো হয়েছে, যেখানে শিক্ষক-প্রতিনিধিদের মূলত তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে, দেশের আবহাওয়া বিজ্ঞানে তথ্যভিত্তিক পরিকাঠামো তৈরির পথে এই পদক্ষেপ একটি বড় মাইলফলক। বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘লোকাল ওয়েদার অফিসে’ পরিণত করে জাতীয় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা হচ্ছে তৃণমূলস্তরকে।

নিয়মের বাইরে হোর্ডিং নয়! বিজ্ঞাপনের লাগাম টানতে নয়া নীতি কেএমসি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার রাস্তাঘাটে লাগামছাড়া হোর্ডিং ও ব্যানারের ছড়াছড়ি। সেই দৃশ্য দূষণ আর চলবে না; এমন বার্তাই এবার দিতে চলেছে কলকাতা পুরনিগম। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নয়া নীতি চূড়ান্ত করেছে কেএমসি, এবং ইতিমধ্যেই তাতে শিলমোহর দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, শহরের বিভিন্ন রাস্তা ও স্থানে বিজ্ঞাপন দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হবে নির্দিষ্ট বেসরকারি সংস্থাকে। সেই সংস্থাই দেখবে; বিজ্ঞাপন নিয়মমাফিক হচ্ছে কি না, বেআইনি কিছু লাগানো হচ্ছে কি না। ফলে নিয়ন্ত্রণ কার্যত বেসরকারি পরিচালনায় হলেও, খুঁটিনাটি নজরে রাখবে কেএমসি নিজেই।

পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, শহরের যেসব এলাকায় দৃশ্যদূষণ প্রবল, সেগুলি চিহ্নিত করে বিজ্ঞাপনমুক্ত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হবে। যেমন, পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট বা থিয়েটার রোডে কোনও বেসরকারি বিজ্ঞাপন আর দেওয়া যাবে না। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে, সেতু বা ফুটব্রিজে অনুমতি ছাড়া ব্যানার বা হোর্ডিং লাগানো যাবে না। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে বিজ্ঞাপন দিলে মিলবে ছাড়। এই পুরো প্রক্রিয়া যেন নজরদারির বাইরে না চলে যায়, সে জন্য নিয়ম করা হয়েছে; প্রতিটি রাস্তার বিজ্ঞাপন অনুমোদন কেএমসি টেন্ডারের মাধ্যমে নির্ধারণ করবে। সংশ্লিষ্ট সংস্থা বিজ্ঞাপনের আকার ও দূরত্ব মেনে চলবে। বেআইনি কিছু হলে দায় সেই সংস্থার। পুরসভার হাতে থাকা প্রায় ৪০০-র বেশি হোর্ডিং সাইট এবার পর্যায়ক্রমে বরাত দেওয়া হবে বিভিন্ন সংস্থাকে। এর মধ্যে একটা বড় অংশ ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের জন্য প্রস্তুত করা হবে। একইসঙ্গে ডিজিটাল মনোপোল এবং যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে থাকা বিজ্ঞাপন জায়গাগুলিও ধাপে ধাপে ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হবে। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, আমরা একটা আধুনিক, পরিচ্ছন্ন শহর চাই। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে যেন আর দখলদারি, অসহজ প্রতিযোগিতা না চলে, সেজন্যই এই নীতি। রাস্তা ধরে ধরে টেন্ডার হবে, এবং ওই সংস্থাই দায়িত্ব নেবে হোর্ডিংয়ের নিয়ম বজায় রাখার। পুরনো কোনও চুক্তি থাকলেও, নতুন নিয়মেই সব কিছু পরিচালিত হবে। এতদিন কেএমসি নিজেই নানা জায়গায় সিদ্ধান্ত নিলেও, এবার থেকে সব নীতি আগে পাঠানো হবে নবান্নে। সেখান থেকে ছাড়পত্র পেলেই বাস্তবায়নে যাবে কর্পোরেশন। উদ্দেশ্য একটাই; নিয়মের বাইরে হোর্ডিং নয়, পরিবেশ সুরক্ষা বজায় রেখে শহরের রূপ পাল্টানো।

‘মাই সিটি কলকাতা’ অ্যাপ পর্যটকদের জন্য কলকাতা পুরনিগমের নতুন উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিদেশি ও দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে আগত পর্যটকদের কলকাতা শহর ঘুরে দেখতে অভিনব ডিজিটাল উদ্যোগ নিল কলকাতা পুরনিগম। ‘মাই সিটি কলকাতা’ নামের এই নতুন মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে পুরনিগমের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ। এই অ্যাপের মূল উদ্দেশ্য, শহরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও খাবারের স্বাদ একসঙ্গে তুলে ধরা;সেটাও একেবারে হাতের মুঠোয়।

অ্যাপের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে:

কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থানগুলির বিস্তারিত তালিকা

ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলির অবস্থান এবং তাদের তথ্যসমূহ

শহরের বিভিন্ন এলাকার বিশেষ ও জনপ্রিয় খাবারের ঠিকানা

কোন অঞ্চলে কোন ধরনের অভিজ্ঞতা বা দ্রষ্টব্য মিলবে, তার তথ্যভাণ্ডার

‘মাই সিটি কলকাতা’ অ্যাপটি পর্যটকদের শহর চেনার অভিজ্ঞতাকে আরও সহজ, আকর্ষণীয় ও তথ্যসমৃদ্ধ করে তুলবে বলেই আশা পুরনিগমের।

সম্পাদকীয়

পহেলগাঁও থেকে খালিস্তান, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জোড়া সাফল্যে বিরোধীদের জবাব মোদীর

সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিদের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই জিরো টলারেন্স নীতি মোদি সরকারের। এটা যে শুধু কথার কথা নয় তাও বারবার প্রমাণিত। পহেলগাঁও হামলার দু'মাসের মধ্যে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এল জোড়া সাফল্য। একদিকে পহেলগাঁও হামলায় যুক্ত থাকার অভিযোগে রবিবার দু'জনকে গ্রেফতার করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ। এর চব্বিশ ঘন্টার আগে শনিবার অমৃতসর থেকে বব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল মডিউলের সঙ্গে যুক্ত একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে ছ'টি পিস্তল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মোদি সরকারের এই জোড়া সাফল্য মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে বিরোধীদের। যাঁরা সকাল, সন্ধ্যা মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সরব এটা তাঁদের জন্য মোক্ষম জবাব কেন্দ্রের। পহেলগাঁও হামলার পর পাকিস্তানকে কড়া জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা। পাশাপাশি ঘটনায় অভিযুক্তদের খোঁজে চলছিল পুলিশি তদন্ত ও তল্লাশি। অবশেষে তল্লাশিতে এল সাফল্য।জঙ্গি হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে দু'জনকে গ্রেফতার করল এনআইএ। ধৃতরা হল, পারভেজ আহমেদ ও বশির আহমেদ। তারা সীমান্ত পেরিয়ে আসা পাক জঙ্গিদের আশ্রয় ও অন্যান্য সাহায্য করেছিল বলেই জানাচ্ছে এনআইএ। আশা করা যায়, আগামী কয়েকদিনে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসবে। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে হামলার পরেই হামলাকারী জঙ্গিদের মদতদাতা হিসেবে উঠে এসেছে পাকিস্তানের নাম। নয়াদিল্লির সেই তথ্যই মান্যতা পেল এই দু'জনের গ্রেফতারিতে। ধৃত পারভেজ ও বশির পহেলগাঁওয়েরই বাসিন্দা। তাদের জেরা করে হামলাকারী তিন জঙ্গির নাম হাতে পেয়েছেন তদন্তকারীরা। সবাই পাক নাগরিক। এনআইএ বিবৃতি দিয়ে বলেছে, পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পারভেজ বাটকোটের ও বশির হিল পার্ক এলাকার বাসিন্দা। ধৃত দু'জন হামলায় জড়িত তিন সশস্ত্র জঙ্গির পরিচয় জানিয়েছে। হামলাকারীরা যে পাকিস্তানি নাগরিক ছিল, তাও নিশ্চিত করেছে তারা। এনআইএ-এর এই তথ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের দাবিতে সিলমোহর দিল।

শব্দবাণ-৩১০

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. পুরোহিত ৪. গ্রহণ করো ৫. কন্যা ৭. তাপ, উষ্ণতা ৯. নিরেট বোকা ১১. মর্মার্থ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ধর্মসংগত ২. যখনই, যে-মুহূর্তে ৩. বালিকাবধূ ৬. প্রকাশিত, রাষ্ট্র ৮. সত্য ১০. উপহার; রাজস্ব।

সমাধান: শব্দবাণ-৩০৯

পাশাপাশি: ১. দেশপ্রেমিক ৩. অগতি ৫. মাইলা ৭. ধমখ ৮. কসম ১০. আবালবৃদ্ধ।

উপর-নীচ: ১. দেরেগ ২. মিলমালিক ৩. অবাধ ৪. তিলকসেবা ৬. লাগাম ৯. সমৃদ্ধ।

জন্মদিন

আজকের দিন

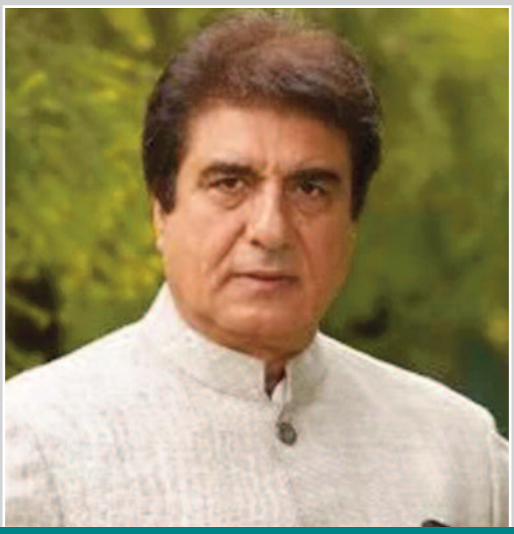

রাজ বব্বর

১৯৩৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বীরভদ্র সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজ বব্বরের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের জন্মদিন।*

মহাত্মা গান্ধি এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছিল ‘শান্তিনিকেতন’

তাপস চট্টোপাধ্যায়

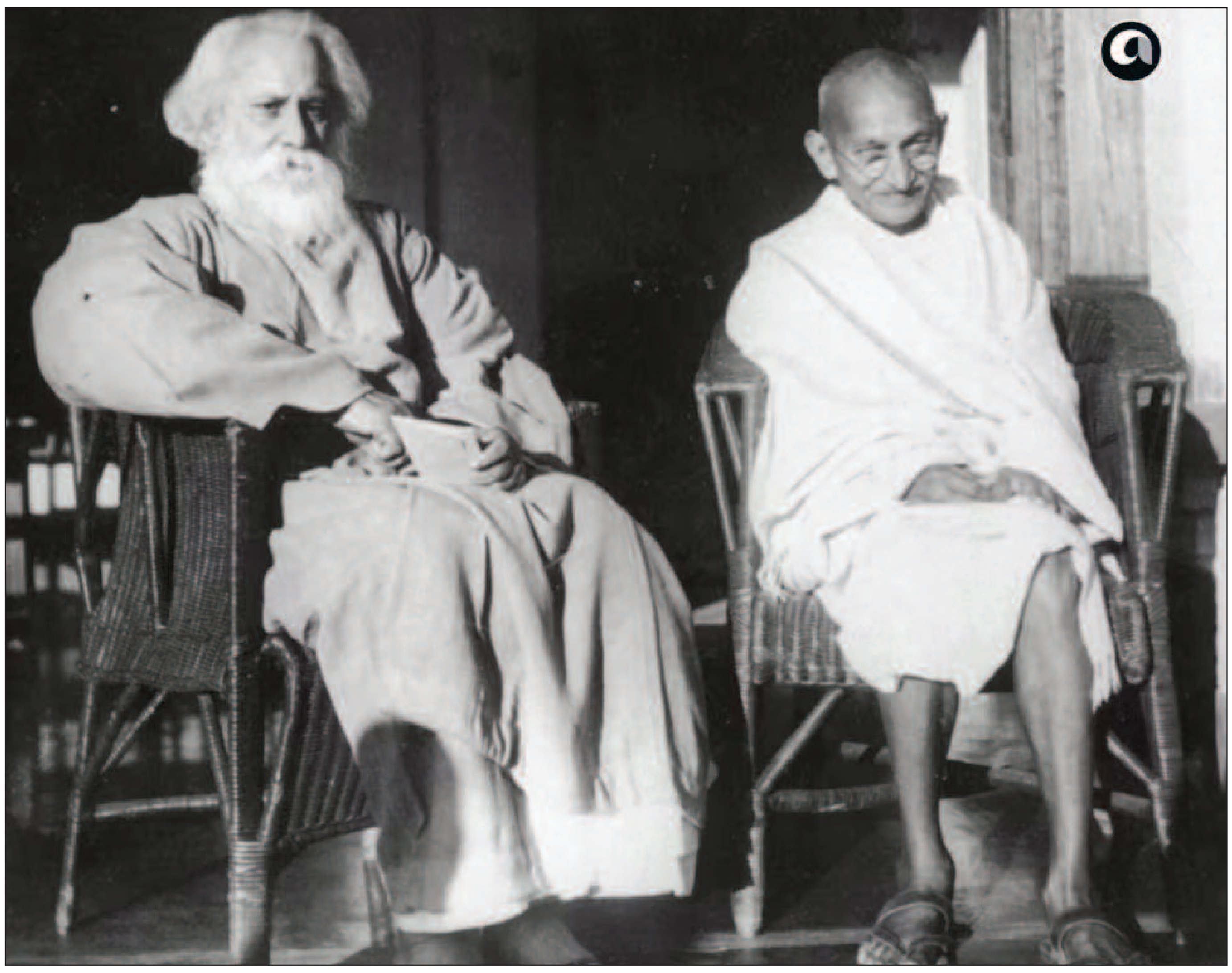

একবার এক জাপানি পর্যটক বাংলায় এসেছিলেন। গান্ধিজি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি দেখেছো বাংলায়?’ উত্তরে সেই জাপানি পর্যটক বলেন, তিনি হ্যামিল্টন সাহেবের গোশালা দেখেছেন। মৃদু হেসে গান্ধিজি বলেন, ‘Gosala is Gosala– but Santiniketan is India.’

‘শান্তিনিকেতন’, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার এক রুক্ষ অনুর্বর প্রান্তরে এক মহর্ষির ভাবাদর্শে গড়ে উঠেছিল এই মিলনায়তন। এখানেই বসে একজন কবি হয়ে উঠছিলেন ‘বিশ্বকবি’। বিশ্বের একাধিক প্রবাদপ্রতিম কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী বারংবার এই কবিতীর্থে এসেছেন। এখানেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক জননেতা একসময় হয়েছিলেন ‘মহাত্মা’।

গান্ধিজি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন মোট পাঁচবার। ১৯১৫, ১৯২০, ১৯২৫, ১৯৪০ এবং ১৯৪৫। শেষবার এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথহীন শান্তিনিকেতনে।

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারত, দুটি দেশই তখন বৃটিশ উপনিবেশবাদের শিকার। গান্ধিজি ঠিক করেছিলেন তিনি ইংল্যান্ডের উপনিবেশ সচিবের সাথে দেখা করে দু দেশের বৃটিশ শাসকদের অহেতুক অত্যাচারের ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করবেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রচেষ্টার মুল বাধা হয়ে দাঁড়ালো দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর প্রিয় ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকদের নিরাপত্তা। ইতিমধ্যে ১৯১৪ সালে সি এফ অ্যান্ড্রুজ যোগ দিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। গান্ধিজির সমস্যার কথা সয়ং রবীন্দ্রনাথকে জানালেন। ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম পত্রে গান্ধিজিকে লিখলেন, ‘That you could think of my school as the right and the likely place where your Phoenix boys could take shelter when they are in India–has given me real pleasure and that pleasure has greatly enhanced when I saw those dear boys in that place éôééôééôé I write this letter to thank you for allowing your boys to become our boys as well and thus form a living link in the Sadhana in both of our lives.’

(‘আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য এই চিঠি লিখছি, আপনি আপনার ছেলেদের আমাদের ছেলে হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, আর এইভাবে আমাদের দুজনের জীবনের সাধনার জীবন্ত যোগসূত্র তৈরি হয়েছে।’)

গান্ধিজি ইংল্যান্ড থেকে ফিরে অনেকটা স্বস্তি পেলেন ,যখন জানতে পারলেন যে ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক, তাঁর পুত্র দেবদাস, মগনলাল, রাজঙ্গম, কোটাল, সকলেই শান্তিনিকেতনে সুস্থভাবে আছেন। আর সময় নষ্ট না করে ১৯১৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সাথে সহধর্মিনী কস্তুরীবাঈকে নিয়ে পৌঁছোলেন বোলপুরে। ইতিমধ্যেই গান্ধিজির আসার খবরে আশ্রমের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক, আবাসিকদের মধ্যে উৎসাহের অন্ত ছিল না। আশ্রমের প্রতিটি কোণা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা থেকে সস্ত্রীক মহাত্মাকে বৈদিক রীতিতে বরণের সমস্ত আঙ্গিক ছিল নিখুঁত। মুল প্রবেশদ্বারে তোরণ, আসন বেদিতে আলপনা, বেদির চারকোনে কলাগাছ, আম্রপল্লব, ডাব, জলপূর্ণ মাটির ঘট, আয়োজনে কোন ত্রুটি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন না, সস্ত্রীক গান্ধিজিকে অভ্যর্থনার দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক অ্যান্ড্রুজ এবং অধ্যাপক সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার। তাঁরাই সস্ত্রীক গান্ধিজিকে নিয়ে বর্ধমান থেকে ট্রেনে বোলপুর পৌছোন। স্টেশনচত্ত্বরে তখন তিল ধারণের স্থান নেই। আশ্রমিক ছাড়াও এলাকার মানুষরা আগেভাগেই ভীড় জমিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল মহাত্মাকে একঝলক কাছ থেকে দেখা। স্টেশনের বাইরে গাড়ি তৈরি ছিল কিন্তু সস্ত্রীক গান্ধিজি পায়ে হেঁটেই আশ্রমে পৌঁছোলেন। শান্তিনিকেতনে প্রথমবার গান্ধিজির সেই পদার্পণ ছিল অনেকটা দেব আরাধনার মতো বর্ণময়। প্রথমে ফুল আর চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরণ তারপর সস্ত্রীক মহাত্মাকে মাটির বেদিতে অধিষ্ঠান, প্রবল শঙ্খ এবং উলুধ্বনির সাথে মাল্যদানপর্বের সমাপ্তিতে জল দিয়ে অতিথিদের পা ধুইয়ে কস্তুরবাঈয়ের সিঁথিতে সিঁদুর দানেরপর গৃহপ্রবেশ। পবিত্র সেই মুহূর্তে শাস্ত্রীয় সংগীত পরিবেশন করলেন সঙ্গীতাচার্য ভীমরাও শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন পাঠ করলেন সংস্কৃত শ্লোক। গান্ধিজির ইচ্ছে ছিল কয়েকটা দিন শান্তিনিকেতনে বিশ্রাম নেবেন কিন্তু তেমনটা হল না। ২০শে ফেব্রুয়ারি গোপাল কৃষ্ণ গোখেলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অবিলম্বে পুণে ফিরতে হল।

৬ই মার্চ গান্ধিজি দ্বিতীয়বারের জন্য ফিরলেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ তখন শ্রীনিকেতনের কুঠিবাড়িতে ‘ফাল্গুনী’ নাটক লেখায় ব্যস্ত। সেবার আশ্রম পরিদর্শন করে গান্ধিজি খুশি হতে পারলেন না। আশ্রমের আবাসিক ছাত্রদের জন্য পাচক, পাকশালায় ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর পংক্তিতে আলাদা আলাদা ভোজনের ব্যবস্থা গান্ধিজির কাছে ছাত্রদের স্বাবলম্বী এবং উদারমনস্কতার পরিপন্থী বলেই মনে হল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গান্ধিজির সাথে একমত হতে পারলেন না। তাঁর মনে হয়েছিল যে, ছাত্রদের এই প্রকার কঠোর জীবন যাপনে বাধ্য করার সিদ্ধান্ত তাদের স্বাধীন চিন্তা এবং পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে বাধাসৃষ্টি করতে পারে।

একদিকে বিশ্বভারতী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিপুল অর্থের যোগান অন্যদিকে নিজের স্বাস্থ্যের ক্রমাগত অবনতি কবিমনে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর অবর্তমানে বিশ্বভারতীর ভবিষ্যত নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই কাতর হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে উত্তর ভারত পরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথ দিল্লিতে গান্ধীজির কাছে বিশ্বভারতীর আর্থিক ঘাটতির ব্যাপারে সবিস্তারে জানালেন। সেবারের মতো গান্ধীজি বিড়লাদের থেকে ষাট হাজারের একটা চেক রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেন। এরপর মাত্র চার বছরের ব্যবধানে কবির শারীরিক অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে শুরু করে। বার্ধক্য জনিত রোগে তিনি প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। সালটা ছিল ১৯৪০ এর ১৮ই ফেব্রুয়ারি, তাঁর গুরুদেবের অসুস্থতার খবর পেয়ে মহাত্মা অতিসত্তর সস্ত্রীক চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। আম্রকুঞ্জে সারাটা দিন দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু মেতে উঠলেন গল্পগুজবে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষকে নিয়ে চললো হাজারো পরিকল্পনা। উত্তরায়ণের পাঁচটি বাড়ির মধ্যে গান্ধীজীর পছন্দ ছিল খড়ের চালের মাটির বাড়ি ‘শ্যামলী’। সেখানেই সস্ত্রীক গান্ধিজির রাত্রি যাপনের বন্দোবস্ত করা হল। পরদিন ১৯শে ফেব্রুয়ারি। এবার ফেরার পালা, শান্তিনিকেতন ছাড়ার পালা, দুই মহাপুরুষের চিরকালীন বিচ্ছেদের ঐতিহাসিক মুহূর্ত। গান্ধিজি গাড়িতে ওঠার আগে রবীন্দ্রনাথ খামের মধ্যে একটা চিঠি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, ‘গাড়িতে পড়বেন’।

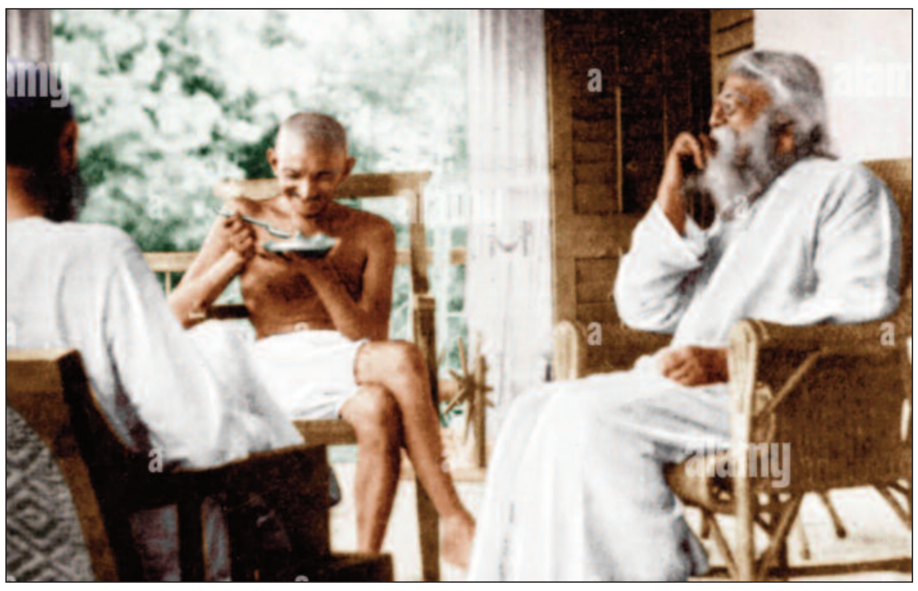

তাঁর গুরুদেবের স্বহস্তে লিখিত সেই চিঠিতে ছিল মহাত্মার প্রতি কবির শেষ আবেদন, ‘বিশ্বভারতী আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল। আমি এখন অন্য পথের যাত্রী। এর স্থায়িত্বের ভার আপনার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেম।’

শান্তিনিকেতনে কবির সান্নিধ্যে সেদিনের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত পরবর্তী কালে গান্ধিজির রাজনৈতিক জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে গান্ধিজি লিখেছিলেন, ‘The visit to Santiniketan was pilgrimage to me’। (শান্তিনিকেতন দর্শন আমার কাছে তীর্থদর্শনের মতো।)

গান্ধিজি ইংল্যান্ড থেকে ফিরে অনেকটা স্বস্তি পেলেন, যখন জানতে পারলেন যে ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র -শিক্ষক, তাঁর পুত্র দেবদাস, মগনলাল, রাজঙ্গম, কোটাল, সকলেই শান্তিনিকেতনে সুস্থভাবে আছেন। আর সময় নষ্ট না করে ১৯১৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সঙ্গে সহধর্মিণী কস্তুরীবাইকে নিয়ে পৌছলেন বোলপুরে। ইতিমধ্যেই গান্ধীজির আসার খবরে আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, আবাসিকদের মধ্যে উৎসাহের অন্ত ছিল না। আশ্রমের প্রতিটি কোনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা থেকে সস্ত্রীক মহাত্মাকে বৈদিক রীতিতে বরণের সমস্ত আঙ্গিক ছিল নিখুঁত। মুল প্রবেশদ্বারে তোরণ, আসন বেদিতে আলপনা, বেদির চারকোণে কলাগাছ, আম্রপল্লব, ডাব, জলপূর্ণ মাটির ঘট, আয়োজনে কোন ত্রুটি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন না, সস্ত্রীক গান্ধীজিকে অভ্যর্থনার দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক অ্যান্ড্রুজ এবং অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। তাঁরাই সস্ত্রীক গান্ধীজিকে নিয়ে বর্ধমান থেকে ট্রেনে বোলপুর পৌছন। স্টেশনচত্বরে তখন তিলধারণের স্থান নেই। আশ্রমিক ছাড়াও এলাকার মানুষরা আগেভাগেই ভিড় জমিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল মহাত্মাকে একঝলক কাছ থেকে দেখা। স্টেশনের বাইরে গাড়ি তৈরি ছিল, কিন্তু সস্ত্রীক গান্ধীজি পায়ে হেঁটেই আশ্রমে পৌঁছলেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ডিভিসি জল ছাড়ায় গত বছরের পরিস্থিতির স্মৃতিতে আতঙ্কে কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দফায় দফায় ডিভিসি ছাড়ছে জল, গত বছরের ভয়ঙ্কর বন্যা পরিস্থিতি আতঙ্ক ফেরাচ্ছে সোনামুখীর দামোদর তীরবর্তী এলাকার কৃষকদের, এখন কৃষকদের মাঠভর্তি সবজি জমি, এই পরিস্থিতিতে গতবারের মতো চাষের জমি জলের তলায় চলে গেলে কৃষকদের বেঁচে থাকার উপায় থাকবে না, কৃষকদের আতঙ্ক বাড়াচ্ছে ডিভিসি, অত্যন্ত সতর্ক বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে নিত্যানন্দপুর সমিতি মানা কেনেটি পান্ডেপাড়া সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে দামোদর নদ। প্রতিবছর ডিভিসির ছাড়া জলে এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই এলাকায় ১০০ শতাংশই মানুষ কৃষিজীবী। গত বছর ডিভিসির ছাড়া জলে বন্যায় কৃষকদের কয়েকশো বিঘা জমি জলের তলায় চলে যায়। জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল কৃষকদের বাড়িঘর। ঘরছাড়া হয়েছিল বহু কৃষক পরিবার।

এবারও বেশ কয়েকদিন ধরেই টানা বৃষ্টির জেরে দফায় দফায় ডিভিসি জল ছাড়তে শুরু করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই দামোদর নদের জলস্তর বাড়ছে। আর এতেই আতঙ্কিত এলাকার কৃষকরা। গত বছরের ভয়ঙ্কর বন্যার স্মৃতি তাদের চোখমুখে। এবারও কি তাদের ঘরছাড়া হতে হবে? এই মুহূর্তে কৃষকদের মাঠভর্তি সবজি। মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে চাষ করেছেন কৃষকরা। কেউ কেউ আবার ভাগচাষি। এই মুহূর্তে কৃষকদের সবজির জমি জলের তলায় চলে গেলে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে কৃষকদের। কী ভাবে এই ফসল রক্ষা হবে এই ভেবেই রাতের ঘুম উড়েছে তাঁদের। পাশাপাশি নদের পার যাতে না ভাঙে এবং ভাঙলে দ্রুত মেরামতের জন্য বালি দিয়ে বস্তা তৈরি করে রেখেছে প্রশাসন।

সকাল আটটার আপডেট অনুযায়ী, দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ৬৪১৫০ কিউসেক হারে জল ছাড়া হচ্ছে প্রতি ঘণ্টায়।

একজন বিজেপি কর্মীর রক্ত ঝরলে, তৃণমূলের ১০০ ভোট কমবে: জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: রবিবার বিকেলে চারটে নাগাদ পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বনবহাল মোড় থেকে কেন্দা এরিয়া অফিস পর্যন্ত একটা প্রতিবাদ মিছিল করল বিজেপি। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। শতাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থক এই মিছিলে জিতেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পা মেলান।

এদিনের এই মিছিল থেকে জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূলের গুন্ডা বদমাইশি বেশিদিন চলবে না। তৃণমূল ২০২১-এ ভোটে জেতার পর যে ভাবে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা চালিয়েছে, এবার আর তা বরদাস্ত করা হবে না। যেভাবে এমন কর্মী সমর্থক তথা নেতৃত্ব বিরোধী দলনেতার শুভেন্দু অধিকারীর, রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ওপর হামলা চালায়, তা নিন্দনীয়।

মিছিল থেকে হুংকার দিয়ে জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, 'এরপর একজন বিজেপি কর্মীর যদি রক্ত ঝরে, তা হলে পাণ্ডবেশ্বরে ১০০ তৃণমূল ভোট কমবে। আমরা গুন্ডা বদমাশ নই তাই বোমা পিস্তলের রাজনীতি করতে পারব না। তবে আইন মোতাবেক বিজেপি কর্মী সমর্থকদের পাশে সব সময় আছি।' এদিনের এই মিছিলে তিনি অভিযোগ করে বলেন, তাঁদের মিছিল বানচাল করার জন্য বীরভূম থেকে দুষ্কৃতী আনা হয়েছিল। যদিও পুলিশের তৎপরতায় দুষ্কৃতীরা অন্যত্র গা ঢাকা দিয়েছে। তবে মিছিলে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশি ব্যবস্থা ছিল নজরকাড়া।

রথের আগে খুঁটিপুজোয় শারদোৎসবের সূচনা কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রবিবার রথের আগে খুঁটিপুজো করে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ আরএমএস মাঠে প্রতিবছর দুর্গাপুজো করেন। রথের আগে তারই খুঁটিপুজো হয় এদিন। কল্যাণ ছাড়াও সাংসদের খুঁটি পূজার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের বিধায়ক ও চেয়ারম্যানরা। সেখানে কল্যাণের পাশে দেখা গেল রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, চাঁপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুঁইন, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারদের।

রবিবার গালভরা হাসি নিয়ে একটা খবর দিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কী খবর? সেটা কিন্তু পরিষ্কার ভাবে খোলসা করেননি সাংসদ। শুধু ইঙ্গিত দিয়ে জানালেন, এই বছর পুজোয় একটা চমক রয়েছে। কীসের চমক, কে তিনি? তার বিস্তারিত কিন্তু বলেননি শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ। সাংবাদিকদের প্রশ্নে শুধু বললেন, 'আছে আছে।' একটু অপেক্ষাও করতে বলেন সাংসদ।

রবিবার কল্যাণবাবু জানান, এই বছর পুজোর থিম হবে কোনারকের সূর্যমন্দির। তবে সংশ্লিষ্ট পুজোয় যে চমক থাকছে সে কথাও হাসিমুখে জানিয়েছেন তিনি। প্রথমে একটু মজার ছলেই তৃণমূল সাংসদ বলেন, চমক বলতে মানুষ চমক। প্রচুর মানুষ আসবেন মণ্ডপে। তারপর তিনি বলেন, 'আসবে আসবে, এখনও ফাইনাল নয়। তবে একটা ভালো চমক থাকতে পারে। কথা দিয়েছে, বলেছে চেষ্টা করছি।' কল্যাণের এই কথার পরই শুরু জল্পনা। তবে কি তাঁর পুজোয় বলিউডের নামী কোনও শিল্পী আসছেন? যদিও সব উত্তর সময়ই দেবে।

রিলস বানাতে গিয়ে নিখোঁজ ১ ছাত্র, একজনের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: মোবাইল ফোনে রিলস বানাতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতির স্বীকার হল দশম শ্রেণির দুই ছাত্র। শনিবার বিকেলে কেতুগ্রামের কাকুরহাটি গ্রামের কাছে অজয় নদে ঘটে দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার কুড়ি ঘণ্টা পর, রবিবার দুপুরে এক ছাত্রের দেহ উদ্ধার হলেও, এখনও নিখোঁজ রয়েছে অন্যজন। উদ্ধার হয়েছে দু'টি স্কুল ব্যাগ, দু'টি মোবাইল ফোন এবং একটি স্কুটি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ দুই ছাত্রের মধ্যে একজন হলো আয়ন আহমেদ, যার বাড়ি কাটোয়া স্টেশন বাজার এলাকায়। অন্যজন মোঃ আহমেদ নূর, যার বাড়ি কাটোয়ার কাটোয়াপাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনাস্থলের কাছে একটি নৌকার উপর দুটি বইয়ের ব্যাগ ও মোবাইল ফোন পাওয়া যায়। সেখান থেকে কিছুটা দূরে একটি স্কুটিও রাখা ছিল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ এই দুই কিশোর কাটোয়া শহরের কাছে রেল সেতুর নীচে রিলস বানাচ্ছিল। অনুমান করা হচ্ছে, নৌকোয় ব্যাগ ও মোবাইল রেখে তারা কিছুটা জল পেরিয়ে বালির চরে চলে গিয়েছিল এবং সেখানেই তলিয়ে যায়। দুর্ঘটনার পর থেকেই স্থানীয় বাসিন্দারা নিখোঁজ দুই ছাত্রের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেন। রবিবার বেলা বারোটা নাগাদ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের দল আয়ন আহমেদের দেহ উদ্ধার করে। তবে মোঃ আহমেদ নুরের দেহ এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনায় সন্দেহ দানা বাঁধছে। প্রশ্ন উঠেছে, যদি তারা রিলস বানানোর জন্য জলে নেমে থাকে, তা হলে তাদের দু'টি মোবাইল ফোনই কেন পাড়ে পড়ে থাকবে? এই প্রশ্নই দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে নতুন করে জল্পনা তৈরি করেছে। কেতুগ্রাম থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ফর্ম নং. ইউআরসি-২

আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন [কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, **সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ) প্লট নং ৬, ৭, ৮ সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, গুরগাঁও, হরিয়ানা, ভারত, ১২২০৫০ মেসার্স তিরুপতি বালাজি অটোমোবাইলস এলএলপি**, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ। অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড লায়াবিলিটি অংশীদারী সংস্থা হিসেবে নথিভুক্তির জন্য এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২. প্রস্তাবিত কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

ক. ভারতে বা অন্য কোথাও পাইকারি ও খুচরা উভয় ভিত্তিতে মোটরসাইকেল, স্কুটার, মোপেড, বৈদ্যুতিক বাইক এবং অন্যান্য মোটরচালিত বা অ-মোটরচালিত যানবাহন সহ সকল ধরণের দ্বি-চাকার যানবাহন ক্রয়, বিক্রয়, বাণিজ্য, আমদানি, রপ্তানি, বিতরণ, বিপণন এবং লেনদেনের ব্যবসা পরিচালনা করা; এবং দ্বি-চাকার প্রস্তুতকারক এবং অন্যান্য যানবাহন সরবরাহকারীদের জন্য এজেন্ট, পরিবেশক, ডিলার, স্টকিস্ট, ফ্র্যাঞ্চাইজি বা কমিশন এজেন্ট হিসাবে কাজ করা।

খ. দ্বি-চাকার যানবাহনের পরিষেবা, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাস্টমাইজেশনের ব্যবসা পরিচালনা করা এবং খুচরা যন্ত্রাংশ, আনুষঙ্গিক, লুব্রিকেন্ট, টায়ার, ব্যাটারি এবং দ্বি-চাকার যানবাহনের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্ত উপাদান এবং সরঞ্জামের ব্যবসা করা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোর‍্যান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি খসড়া কপি প্রযত্নে পার্থ প্রতীম সাধুখাঁ, নুতন বাজার, কিসমত অপূর্বপুর, সিঙ্গুর, হুগলি, চন্দননগর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৪০৯ ঠিকানাস্থিত অফিসে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, **সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, গুরগাঁও -১২২০৫০ (হরিয়ানা)** এবং/বা প্রযত্নে পার্থ প্রতীম সাধুখাঁ, নুতন বাজার, কিসমত অপূর্বপুর, সিঙ্গুর, হুগলি, চন্দননগর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৪০৯ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশদিনের মধ্যে, প্রস্তাবিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

তারিখ ২১.০৬.২০২৫

আবেদনকারীগণের নাম(গুলি)
১. প্রিয়ম সাধুখাঁ
২. প্রণম সাধুখাঁ

এসবিআই এসএমই সেন্টার, বালিগঞ্জ (১৫৭৪৩)
৫০এ, গড়িয়াহাট রোড, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০১৯
ইমেল : sbi.15743@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/C No. 10990417668 (CC), A/C No. 40246798635(GECL)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমই সেন্টার বালিগঞ্জ (১৫৭৪৩) ৫০এ, গড়িয়াহাট রোড, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০১৯ অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৫.০৪.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স গোপাল হোসিয়ারি, রেজিস্টার্ড অফিস ৬১, ইব্রাহিমপুর রোড, যাদবপুর কলকাতা - ৭০০০৩২,** ব্যক্তিগত জামিনদাতাগণ -এর নাম **শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ (প্রয়াত) শ্রী গৌতম ঘোষ, শ্রী জয়দীপ ঘোষ, শ্রীমতী শুভ্রা ঘোষ, শ্রী সুদীপ ঘোষ, শ্রীমতী শীলা ঘোষ (প্রয়াত) এবং শ্রী বিশ্বানাথ ঘোষ** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪৭,৩৭,০২৯.০৮ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার উনত্রিশ টাকা এবং আট পয়সা) ০৪.০৪.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৫.০৪.২০২৫ থেকে** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎগক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে দাবি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২১ জুন ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া **৪৭,৩৭,০২৯.০৮ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার উনত্রিশ টাকা এবং আট পয়সা)** উপরে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট তারিখ মোতাবেক ১৩(২) ধারা অধীনে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে দাবি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি

বুক নং ১, ভল্যুম নং ২২, পৃষ্ঠা ৮০৩ থেকে ৮৩২, বিক্রয় দলিল নং ৩৬৭১-২০০৩ সালের সম্পত্তি **গোপাল হোসিয়ারী** এর নামে, অংশীদারি সংস্থা, রেজিস্টার্ড অফিস -৬১, ইব্রাহিমপুর রোড, থানা : যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৩২, অংশাদারগণ **১) শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ, ২) শ্রী দেবব্রত ঘোষ, ৩) শ্রী গৌতম ঘোষ ৪) শ্রী সুপ্রিয় ঘোষ ৫) শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ, ৬) শ্রী জয়দীপ ঘোষ ৭) শ্রী সুদীপ ঘোষ এবং ৮) শ্রী সুরেশ ঘোষ** কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-৪ আলিপুর।

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ২/৪, পরিমাণ ১২০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩য়তলে, "**অমৃত বিহার**" নামে, ব্লক সি, **জি-৪** তলা ভবন, খতিয়ান নং ৪৯৮। ১৫৫৯, ৪৯৯ এবং ১২২৭, দাগ নং ৯৩,এবং অংশ দাগ নং ৯৪, ৯৫, ১০৫ এবং ১০৬, জেএল নং ৪৮, মৌজা : কুমড়াখালি, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১০৩।

চৌহদ্দি : উত্তরে : বি ডি মেমোরিয়াল স্কুল, **দক্ষিণে :** ই এম বাইপাশের ওভার ব্রিজ, **পূর্বে :** এসবিআই কামালগাজি শাখা, **পশ্চিমে :** আদি গঙ্গা কানাল।

তারিখ - ২১.০৬.২০২৫
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

একশো দিনের কাজে কড়া নজর বিজেপি কর্মীদের

দুর্নীতির গন্ধে পঞ্চায়েত, বিডিও, তৃণমূল কার্যালয়ে তালার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: দুর্নীতির অভিযোগে দীর্ঘদিন এ রাজ্যে বন্ধ ছিল একশো দিনের প্রকল্পের কাজ। সম্প্রতি দেওয়া আদালতের রায়ে আগামী ১ অগস্ট থেকে ফের এ রাজ্যে শুরু হতে চলেছে একশো দিনের প্রকল্পের কাজ। কিন্তু তার আগে এই একশো দিনের কাজ নিয়ে ক্রমশই চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। শুরু হতে চলা একশো দিনের কাজ নিয়ে এবার আগাম হুঁশিয়ারি দিতে শুরু করল বিজেপি। বিজেপির ইন্দাস ২ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি প্রকাশ্যেই হুঁশিয়ারি দিলেন, একশো দিনের কাজের ওপর কড়া নজর রাখবে স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। দুর্নীতির গন্ধ পেলে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, বিডিও অফিস ও তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ঝোলানো হবে তালা। বিজেপির এই হুঁশিয়ারিকে তেমন আমল দিতে নারাজ তৃণমূল। একশো দিনের কাজের প্রকল্প নিয়ে আদালত রায় দিতেই তা নিয়ে জেলায় জেলায় শুরু হয়েছে তরজা। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম থেকে শুরু করে সভা সমিতি সর্বত্রই একশো দিনের কাজ পুনরায় চালু করাকে নিজেদের কৃতিত্ব বলে প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল। পাল্টা ময়দানে নেমেছে বিজেপিও। এতদিন একশো দিনের কাজ বন্ধ থাকার পিছনে তৃণমূল পরিচালিত এ রাজ্যের সরকার দায়ী এই প্রসঙ্গ তুলে সামাজিক মাধ্যম ও সভা সমিতিতে সুর চড়াচ্ছে বিজেপি।

তবে এখানেই থেমে না থেকে এবার বিজেপির বাঁকুড়ার ইন্দাস দু' নম্বর মণ্ডলের সভাপতি বিপ্রদাস অধিকারী প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে বসলেন। তাঁর দাবি, একশো দিনের কাজ শুরু হলে সেই কাজের প্রতি বিজেপি কর্মীরা কড়া নজর রাখবেন। বেনিয়ম দেখলেই একই সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত, বিডিও অফিস ও তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেবেন বিজেপি কর্মীরা। বিজেপির এই হুঁশিয়ারিকে তেমন আমল দিতে নারাজ তৃণমূল। তৃণমূলের কটাক্ষ, শিশুসুলভ কথা বলছে বিজেপি। এসব কথা না বলে ২০২৬ এর নির্বাচনে বুথে বুথে আদৌ এজেন্ট খুঁজে পাবে কিনা সেই চিন্তা করা প্রয়োজন।

Birpala Malipara S.K.U.S. Ltd.
[Regd. No. 25 H.G., Dt. 24.04.1961]
Vill.- Malipara, P.O.- Talandu, P.S.- Polba, Dist.-Hooghly

এতদ্বারা অত্র সমিতির সকল সদস্যকে জানানো যাইতেছে যে, পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন উপলক্ষ্যে খসড়া ভোটার তালিকা ২০.০৬.২০২৫ তারিখে সমিতির অফিসে প্রকাশিত হয়েছে। আপত্তি জানানোর শেষ তারিখ ০৭.০৭.২০২৫। শুনানির তারিখ ০৯.০৭.২০২৫ এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১১.০৭.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হইবে। বিস্তারিত জানতে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বা /-
ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ও অভিজিৎ কর্মকার
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
বীরপালা মালিপাড়া এস.কে.ইউ.এস. লিঃ

এসবিআই বেনিয়াপুকুর শাখা (০৮৭৬২),
আইটি বিল্ডিং এরিয়া, ৭৯এ, এ. জে. সি. বোস রোড
কলকাতা - ৭০০০১৪ ইমেল আইডি : sbi.08762@sbi.co.in

স্বর্ণ অলংকার নিলাম নোটিশ

শ্রীমতি রীতা মল্লিক এবং শ্রী অঙ্গদ মল্লিক, এসবিআই বেনিয়াপুকুর শাখা থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে স্বর্ণঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেননি এবং নোটিশটি অবণ্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন **(৩০.০৬.২০২৫), নিলামের আগের দিন (২৭.০৬.২০২৫) বিকাল ৪টার আগে** ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেস/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রীমতি রীতা মল্লিক এবং শ্রী অঙ্গদ মল্লিক

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	৩০.০৬.২০২৫	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ১০.২৮০ গ্রাম নিট ওজন ৯.৭৬০ গ্রাম	১টি চেন
২.	৩০.০৬.২০২৫	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ১০.৩৪০ গ্রাম নিট ওজন ৯.৮২০ গ্রাম	৩টি আংটি

তারিখ: ২৩.০৬.২০২৫
স্থান: বেনিয়াপুকুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এসবিআই এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ,
৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, হাতিয়ারা
কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল আইডি : sbi.16822@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শ্রী রোহন এনডাউ মোবাইল : ৯৬৭৪৭০০২৮৫ ই-মেল আইডি : sbi.16822@sbi.co.in

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **বাস্তবিক দখলীকৃত** (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিস্তারিততে বিস্তারিত বর্ণিত) এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ০৭.০৭.২০২৫ সময় : ৩০০ মিনিট সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম. নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**দেববাণী সেনগুপ্ত** স্বামী প্রয়াত সব্যসাচী জাভেদ আর্মান সেনগুপ্ত, জেবি/১৩০২, সুখবৃষ্টি, সাপুরজি পালোনজি হাউসিং কমপ্লেক্স, নিউ টাউন, অ্যাকশন এরিয়া ৩, রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৩৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ **১৩৮০.৫০ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ **ফ্ল্যাট নং সি-১ এবং সি-২**, ৪র্থ তলে, ৪ বেডরুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ ঠাকুর ঘর, ১ কিচেন রুম, ২ টয়লেট ১ ব্যালকনি, ভবনের নাম "**শ্রদ্ধা অ্যাপার্টমেন্ট**", অবস্থিত ১১৫, ক্রিপার রোড (বর্তমানে ইন্দিরা গান্ধি রোড), মৌজা : কোন্নগর, খতিয়ান নং ১৭৬১, দাগ নং ১৬৬৫, হোল্ডিং নং ৪২৭/৩৬১, থানা : উত্তরপাড়া, কোন্নগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৪ অধীন, জেলা : হুগলি। **সম্পত্তি শ্রী সব্যসাচী জাভেদ আর্মান সেনগুপ্ত এর নামে।**	৭,৩৩,০৭৪ টাকা (সাত লাখ তেত্রিশ হাজার চুয়াত্তর টাকা) ২৮.০১.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ	২৩,৯৪,০০০ টাকা / ২,৩৯,৪০০ টাকা / ১০,০০০ টাকা; পর্যবেক্ষণের তারিখ ০১.০৭.২০২৫

দখলের ধরন - বাস্তবিক

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://www.baanknet.com

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com যোগাযোগ করুন

○ নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার আগে উপরোক্ত সাইটে আপলোড করা বিশদ শর্তাবলী পড়ার জন্য আগ্রহী বিডারকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ২৩.০৬.২০২৫
স্থান : রাজারহাট, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

এসবিআই এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ,
৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, হাতিয়ারা
কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল আইডি : sbi.16822@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শ্রী রোহন এনডাউ মোবাইল : ৯৬৭৪৭০০২৮৫ ই-মেল আইডি : sbi.16822@sbi.co.in

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **বাস্তবিক দখলীকৃত** (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিস্তারিততে বিস্তারিত বর্ণিত) এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৫.০৭.২০২৫ (শুক্রবার) সময় : ৩০০ মিনিট সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম. নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**শ্রীমতী উমা রাও মুখার্জি,** বাসুদেবপুর দক্ষিণপল্লী, পোঃঅঃ- খঞ্জন চক, থানা- দুর্গাচক, হলদিয়া, পিন- ৭২১৬০২	**দৃশা ১৩কে** নামক বহুতল ভবনের ব্লক-এ -এর চতুর্থ ফ্লোরে সম্পূর্ণ সজ্জিত আবাসিক মার্বেল মেঝের **ফ্ল্যাট নং এফ৪বি** (উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে) প্রায় **৭২০ (সাতশত কুড়ি) বর্গফুট** পরিমাপের সুপার বিল্ট আপ এলাকা ও দুটি শয়নকক্ষ, একটি লিভিং কাম ডাইনিং হল, দুটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর এবং একটি বারান্দা সহ সম্পত্তির সকল যা ব্লক-এ-তে ৬২ (বাষট্টি) শতকের মধ্যে % শেয়ার হিসাবে ৩১ (একত্রিশ) শতকের মধ্যে কমবেশি ২১ (একুশ) শতক জমির উপর নির্মিত যার আরএস দাগ নং ১৯২৪ আরএস খতিয়ান নং ৩৪৯ অধীন, মৌজা- চকপাঞ্চুরিয়া, জেএল নং-৩৩, আরএস নং-২০৫১/২, এলআর খতিয়ান নং ২৩১৪ পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত, রাজারহাট নিউ টাউন থানার অধীনে	১৬,৪৫,৮৪৮/- টাকা (ষোলো লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশত আটচল্লিশ টাকা মাত্র) ০২.১২.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া সহ উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি	২৩,১৪,০০০/- টাকা / ২,৩১,০০০/- টাকা / ১০,০০০/- টাকা; পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৯.০৭.২০২৫

বর্তমানে টেকনোসিটি থানা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিধাননগর সল্টলেক সিটিতে (নিউটাউন) এ.ডি.এস.আর. অফিসের অধীনে।

উক্ত সমগ্র জমিটি নিম্নরূপে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তরে- ২২ ফুট প্রশস্ত চকপাঞ্চুরিয়া রোড, **দক্ষিণে-** শ্রীমতী নন্দ রানী মণ্ডলের জমি, **পূর্বে-** শ্রীমতী নন্দ রানী মণ্ডলের জমি, **পশ্চিমে-** ১৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা।

সম্পত্তিটি শ্রীমতী উমা রাও মুখার্জির নামে বই নং-১, খণ্ড নং-১৫২৩-২০১৬, পৃষ্ঠা ২৬৫৬৪৭ থেকে ২৬৫৬৭৫ পর্যন্ত, যা ২০১৬ সালের বিয়িং নং ১৫২৩০৮৬০৭ তে অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, এ.ডি.এস.আর., রাজারহাট, পশ্চিমবঙ্গে নিবন্ধিত।

দখলের ধরন - বাস্তবিক

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://www.baanknet.com

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com যোগাযোগ করুন

○ নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার আগে উপরোক্ত সাইটে আপলোড করা বিশদ শর্তাবলী পড়ার জন্য আগ্রহী বিডারকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ২৩.০৬.২০২৫
স্থান : রাজারহাট, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

বজ্রাঘাতে মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কালনা মহকুমাজুড়ে পৃথক পৃথক জায়গায় রবিবার সকালে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় তিনজনের। মৃতদেহগুলির কালনা মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত সম্পূর্ণ হয়। নাদনঘাট থানার বগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় কড়াইল গ্রামের মঙ্গলদীপ সাঁতরা এবং নিমাই রায় মাঠে পাট কাটার কাজ করছিলেন। সেই সময় বাজ পড়লে মঙ্গলদীপ সাঁতরা (২৩) মাঠেই মারা যান এবং আহত হন নিমাই রায়। মঙ্গলদীপ সাঁতরার ২ বছর আগে বিয়ে হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করতে মৃতদেহ কালনা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর স্ত্রী এবং নিকট আত্মীয়রা।

একই সময়ে দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে মন্তেশ্বর থানার মরাইপিরি গ্রামের মাঠে। সেখানে গোরু চড়াচ্ছিলেন হরগোবিন্দ বিশ্বাস (৬৪)। সেই সময় বাজ পড়লে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে মন্তেশ্বর ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে মন্তেশ্বর থানার খাদড়া গ্রামে। গ্রামের বাসিন্দা হারু দাস (৪৮) নামের ব্যক্তি অন্যান্যদের সঙ্গে মাঠে কাজ করছিলেন। সেই সময় বাজ পড়লে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
শাখা: উত্তরপাড়া

সোনার গয়না নিলামের জন্য আইডিবিআই ব্যাঙ্কের জনবিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা শ্রী সাগরনীল গাঙ্গুলী জামিন হিসাবে সোনার গয়না বন্ধক রেখে ১,৬৬,০০০/- টাকার ঋণ নিয়েছিলেন, যার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো। এতদ্বারা বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা শ্রী সাগরনীল গাঙ্গুলী (যার বিবরণ নিচের সারণিতে দেওয়া আছে) এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা শ্রী সাগরনীল গাঙ্গুলীর লোন অ্যাকাউন্টগুলির টাকা বকেয়া রয়েছে এবং ঋণগ্রহীতা শ্রী সাগরনীল গাঙ্গুলী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড ('ব্যাঙ্ক') দ্বারা প্রেরিত যোগাযোগ ও নোটিশের কোনো উত্তর দেননি বা তা মেনে চলেননি, যেখানে তাঁদের দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি (যা সম্মিলিতভাবে 'লোন এগ্রিমেন্ট' হিসাবে উল্লিখিত) অনুসারে সোনার ঋণের বকেয়া পরিশোধ করার দাবি জানানো হয়েছিল। এইভাবে, তাঁরা চুক্তি অনুসারে ব্যাঙ্কের ঋণ/সুদ পরিশোধ করতে অবহেলা করেছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন।

ব্যাঙ্ক, বন্ধকগ্রহীতা হিসাবে তার অধিকার প্রয়োগ করে, বন্ধকী বস্তু নিলাম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই কারণে ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা সোনার গয়নার একটি প্রকাশ্য নিলাম অনুষ্ঠিত করবে, যার উদ্দেশ্য হলো সেগুলি বিক্রি করে ঋণগ্রহীতা শ্রী সাগরনীল গাঙ্গুলীর কাছ থেকে ব্যাঙ্কের প্রাপ্য বকেয়া আদায় করা। এই নিলামটি ২৭ জুন ২০২৫ তারিখে সকাল ১০.০০টা থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, উত্তরপাড়া শাখার ঠিকানায় ব্যাঙ্কের চত্বরে অনুষ্ঠিত হবে।

ক্র নং	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা সোনার গয়নার বিবরণ	মোট ওজন (গ্রামে)	ইএমডি (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১	১০৫২৬৭১১০০০০৯৯৪০	সাগরনীল গাঙ্গুলী; ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ব্লক ডি, মেফেয়ার অ্যাপ্ট, ১২১/১, বি.আর.বি জি.টি রোড, পোঃ- ভদ্রকালী, হুগলি, উত্তরপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২২৩২	চেন ৩টি	৩৯.৫৮	১২,০০০/-	২,২৮,০০০/-

সর্বসাধারণ উপরে উল্লিখিত বায়না টাকা (ইএমডি) জমা দেওয়ার পরে নিলামে অংশ নিতে পারেন।

নিয়ম ও শর্তাবলী:

১. এতদ্বারা বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা শ্রী সাগরনীল গাঙ্গুলী (যার বিবরণ উপরের সারণিতে দেওয়া আছে) এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে উক্ত সোনার গয়নাগুলি 'যেখানে যেমন আছে সেই ভিত্তিতে' এবং 'রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে' নিলাম করা হচ্ছে এবং ব্যাঙ্ক উক্ত সোনার গয়নার গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেট, ওজন বা মূল্যায়ন সম্পর্কে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দিচ্ছে না। সম্ভাব্য ক্রেতাদের একমাত্র এবং চূড়ান্ত দায়িত্ব হবে নিলামে দর দেওয়ার আগে উক্ত সোনার গয়নার গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেট, ওজন এবং মূল্যায়ন সম্পর্কে যাচাই করে নিজেদের সন্তুষ্ট করা। এই উদ্দেশ্যে, সম্ভাব্য ক্রেতারা নিলামের নির্ধারিত সময়ের ৪৫ মিনিট আগে, নিজেদের খরচে, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ সহ বা ছাড়াই, উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় গয়নাগুলি পরীক্ষা করতে পারবেন।

২. ব্যাঙ্ক কোনো বা সমস্ত দর প্রত্যাখ্যান করার এবং/অথবা কোনো পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এবং বিক্রয় প্রক্রিয়ার যেকোনো সময় কোনো কারণ না দেখিয়ে নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

৩. প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় না হলে বা ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক ব্যক্তিগত বিক্রয়ের মাধ্যমে বন্ধক রাখা গয়নাগুলি বিক্রি করার অধিকারও সংরক্ষণ করে।

৪. উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে কোনো বিক্রয় হবে না।

৫. আগ্রহী অংশগ্রহণকারীদের নিলামের আগে উপরে উল্লিখিত বায়না টাকা (ইএমডি) একটি ডিডি/পিও-এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে, যা 'আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, উত্তরপাড়া শাখা'-এর অনুকূলে ২৭ জুন ২০২৫ তারিখে ।

৬. ক্রয়ের প্রস্তাবটি উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে জমা দিতে হবে। এর সাথে প্রস্তাবিত মূল্যের ৫% (নিকটতম হাজারে পূর্ণ করে) ইএমডি হিসাবে উপরে উল্লিখিত ফর্মে জমা দিতে হবে। ইএমডি ছাড়া প্রস্তাব অবৈধ এবং অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অসফল দরদাতাদের নিলাম শেষ হওয়ার পরে ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডি-র উপর কোনো সুদ দেওয়া হবে না।

৭. সফল দরদাতাকে নিলামের দিন বিক্রয়ের নিশ্চয়তার সময় বিক্রয় মূল্যের ১০০% জমা দিতে হবে। বিক্রয় মূল্যের বাকি টাকা বিক্রয়ের নিশ্চয়তার তারিখ থেকে তিন কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং কেনা সোনার গয়নার ডেলিভারি নিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাকি টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, বায়না সহ জমা করা সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৮. নিলাম প্রক্রিয়া এবং এই নিলাম অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়) ব্যাঙ্ক তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে অতিরিক্ত শর্তাবলী আরোপ করতে পারে।

৯. যদি উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা শ্রী সাগরনীল গাঙ্গুলী বিক্রয়ের নিশ্চয়তার আগে লোন এগ্রিমেন্ট অনুসারে ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করে দেন, তাহলে উক্ত ঋণগ্রহীতা শ্রী সাগরনীল গাঙ্গুলীর বন্ধক রাখা গয়নাগুলি কোনো পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এবং ইচ্ছুক দরদাতাকে কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান না করেই ব্যাঙ্ক উক্ত নিলাম প্রত্যাহার করে নিতে পারে।

১০. ব্যাংক কর্তৃক পরবর্তী কোনও নোটিশ ছাড়াই এবং ইচ্ছুক দরদাতাকে কোনও ক্ষতিপূরণ প্রদান ছাড়াই উক্ত নিলাম প্রত্যাহার করা হতে পারে।

১১. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই নিলাম প্রক্রিয়া স্থগিত বা বাতিল করার এবং কোনো বা সমস্ত দর বা প্রস্তাব কোনো কারণ ছাড়াই প্রত্যাখ্যান করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ব্যাঙ্কের বিবেচনাধীন।

১২. নিলামের পরে গয়নার গুণমান, পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কিত কোনো দাবি/অভিযোগের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।

১৩. এই লেনদেনের জন্য প্রযোজ্য কর ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

স্বা/-
স্থান: উত্তরপাড়া
তারিখ: ১৯ জুন, ২০২৫

অনুমোদিত অফিসার,
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, উত্তরপাড়া শাখা

ফর্ম এ
জনবিজ্ঞপ্তি
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপটিস বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৬ অধীনে
(ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস) রেগুলেশনস, ২০১৬)

এসেনশিয়াল লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড এর ক্রেডিটরদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

প্রাসঙ্গিক বিবরণ		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	এসেনশিয়াল লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের অন্তর্ভুক্তির তারিখ	৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮
৩.	কর্তৃপক্ষ যার অধীনে কর্পোরেট ডেটর অন্তর্ভুক্ত / নিবন্ধিত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ - ব্যাঙ্গালোর
৪.	কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ কর্পোরেট ডেটরের সীমায়িত দায়বদ্ধতা সনাক্তকরণ নং	U63030KA2018PTC115981
৫.	কর্পোরেট ডেটরের নিবন্ধিত অফিস এবং প্রধান অফিসের ঠিকানা (যদি থাকে)	নং ৬৮, কেবিডি বোমমানহাল্লি ভিলেজ এর বিপরীতে, নেলামঙ্গলা তালুক, বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক, ৫৬২১২৩
৬.	কর্পোরেট ঋণদাতার বিষয়ে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	১২-জুন-২০২৫ (এনসিএলটি আদেশের অনুলিপি ২০-৬-২০২৫ তারিখে আপলোড করা হয়েছে)
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বন্ধের আনুমানিক তারিখ	৯ ডিসেম্বর ২০২৫
৮.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসাবে কাজ করা ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	আদ্দাঙ্কি হরেশ IBBI/IPA-001/IP-P01064/2017-2018/11757
৯.	বোর্ডের কাছে রেজিস্টার্ড হিসাবে ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল এর ঠিকানা এবং ই-মেইল	নং ৩৬/১, ২য় ফ্লোর, মুনিভেঙ্কটাপ্পা কমপ্লেক্স, বেল্লারি রোড, গঙ্গা নগর ব্যাঙ্গালোর-৫৬০০৩২, addanki.haresh@gmail.com
১০.	ঠিকানা এবং ই-মেইল যা ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল এর সাথে চিঠিপত্রের জন্য ব্যবহার করা হবে	নং ৩৬/১, ২য় ফ্লোর, মুনিভেঙ্কটাপ্পা কমপ্লেক্স, বেল্লারি রোড, গঙ্গা নগর ব্যাঙ্গালোর-৫৬০০৩২। cirp.essential@gmail.com
১১.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৪-০৭-২০২৫
১২.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নিশ্চিত করা ক্রেডিটরের শ্রেণী,যদি কিছু থাকে, সেকশন ৬ (এ)- এর ক্লজ (বি) অধীনে	প্রযোজ্য নয়
১৩.	একটি শ্রেণীতে কাজ করার জন্য চিহ্নিত করা অনুমোদিত ক্রেডিটরের প্রতিনিধি হিসাবে ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল এর নাম হয়েছে (প্রতিটি শ্রেণীর জন্য তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিবরণ এখানে উপলব্ধ	ক) https://ibbi.gov.in খ) বাস্তবিক ঠিকানা: প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলা হচ্ছে যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল এর আদেশে এসেনশিয়াল লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড এর ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে ১২-০৬-২০২৫ তারিখে (আদেশনামার অনুলিপি ২০-জুন-২৫ প্রাপ্ত হয়েছে)।

এসেনশিয়াল লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড এর ক্রেডিটরদের ০৪-০৭-২০২৫ তারিখে বা তার আগে এন্ট্রি নং-১০ এ উল্লিখিত ঠিকানায় ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল এর কাছে প্রমাণসহ তাদের দাবি জমা দিতে বলা হয়েছে।

ফিনান্সিয়াল ক্রেডিটররা কেবল বৈদ্যুতিন উপায়ে প্রমাণসহ তাদের দাবি জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত ক্রেডিটররা ব্যক্তিগতভাবে, পোস্টের মাধ্যমে বা বৈদ্যুতিন উপায়ে প্রমাণসহ দাবিগুলি জমা দিতে পারেন।

এন্ট্রি নং ১২-তে তালিকাভুক্ত একটি শ্রেণিতে অবস্থান করা একজন ফিনান্সিয়াল ক্রেডিটর, তাঁর পছন্দমতো অনুমোদিত আধিকারিকের ইঙ্গিত দেবেন, এন্ট্রি নং ১৩-তে উল্লিখিত তিনজন ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের মধ্যে থেকে, নির্দশ সিএ-তে শ্রেণিরগুনির্দিষ্ট শ্রেণীণ্ড অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য।

দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দেওয়ার ফলে জরিমানা করা হবে।

আদ্দাঙ্কি হরেশ
ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল
এসেনশিয়াল লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
রেজি.নং- IBBI/IPA-001/IP-P01064/2017-2018/11757
এএফএ বৈধতা ৩১-১২-২০২৫ পর্যন্ত

তারিখ: ২৩-০৬-২০২৫
স্থান: বেঙ্গালুরু

ডাম্পারের পিছনে ট্রেকারের ধাক্কায় মৃত চালক-সহ পাঁচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কান্দি: পুজো দিয়ে ফেরার পথে ঘটল মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা। দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারের পিছনে ট্রেকারের ধাক্কায় মৃত্যু হল ট্রেকারের চালক-সহ পাঁচজনের। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ওই ট্রেকারের আরও দশজন যাত্রী। আহতদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে কান্দি বহরমপুর রাজ্য সড়কের ওপর কান্দি থানার গোকর্ণ পাওয়ার হাউস সংলগ্ন এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম নমিতা সরকার (৫২), শম্ভু সরকার (৪০), বিনু সরকার (৩৯), চম্পা সরকার (৫২) ও ব্যাঞ্জনা সরকার(৫৭)। শম্ভুবাবু ট্রেকারের চালক। মৃত ও জখমদের বাড়ি হরিহরপাড়া থানার বিষাদগঞ্জ। জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জখম দশজনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূম জেলার বেলে গ্রামে পুজো দিতে গিয়েছিলেন ট্রেকার ভাড়া করে। জনশ্রুতি রয়েছে, বেলে গ্রামের নির্দিষ্ট একটি পুকুরে স্নান করে ধর্মরাজ মন্দিরে পুজো দিলে বাতের ব্যথা দূর হয়। আষাঢ় মাসে প্রতি রবিবার পুকুরে স্নান করে পুজো দিতে হয়। মাসের প্রথম রবিবার সব থেকে বেশি ভিড় হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই বিশ্বাস নিয়েই মানুষ আষাঢ় মাসে বেলে গ্রামে আসেন।

শনিবার হরিহরপাড়ার বিষাদগঞ্জ থেকে চোদ্দজনের দল পুজো দিতে গিয়েছিলেন। রবিবার পুজো দিয়ে তাঁরা ফিরছিলেন। গোকর্ণ এলাকায় রাজ্য সড়কের পাশে বালি বোঝায় ডাম্পার দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেকারের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডাম্পারে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চালক-সহ পাঁচজনের। গুরুতর জখম দশজনকে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহত যাত্রীদের দাবি, চালক ঘুমিয়ে পড়ায় ট্রেকারের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি। যার জেরেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার জেরে কান্দি বহরমপুর রাজ্য সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। কান্দি থানার পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেয়।

মৃত নমিতা সরকারের আত্মীয় পার্থনা সরকার বলেন, শনিবার গাড়ি ভাড়া করে পুজো দিতে গিয়েছিল সবাই। ফেরার পথে দুর্ঘটনায় পাঁচজনের প্রাণ গিয়েছে।

ব্যর্থ প্রশাসন, খানাকুলে নদীবাঁধ রক্ষায় গ্রামবাসী থেকে জনপ্রতিনিধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: নদীবাঁধ রক্ষা করার প্রসঙ্গ উঠলেই 'বাঁধ' গল্পের হাব্দু নামে ওলন্দাজ কিশোরের কথা মনে ভেসে ওঠে। তাঁর বাঁধ রক্ষার লড়াই এখনও কিশোর থেকে বৃদ্ধের মননে গাঁথা রয়েছে। এই রকমই একপ্রকার বাস্তব দৃশ্য দেখা গেল খানাকুলের ধানগরী এলাকায়। নদীবাঁধ রক্ষা করতে গ্রামের আমজনতা থেকে জনপ্রতিনিধিরা বালির বস্তা ফেলা থেকে শুরু করে ত্রিপল মাথায় করে বয়ে নিয়ে গিয়ে নদীবাঁধ বাঁধার কাজ করে। খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাঁধ মেরামতের কাজ করেন। এমনকি স্থানীয় বিজেপি প্রধান কার্তিক ঘড়া মাথায় করে ত্রিপল বয়ে নিয়ে গিয়ে নদীবাঁধ বাঁধার কাজে হাত লাগান। পাশাপাশি গ্রামের যুবক থেকে বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও কোদাল হাতে কাজ করেন। আসলে বর্ষার সময়েই বন্যার ভ্রুকুটি আরামবাগের খানাকুলে। বেশ কয়েক দিনের টানা বৃষ্টি ও ডিভিসির ছাড়া জলের জন্য খানাকুলে রূপনারায়ণ নদীর জল ক্রমশ বাড়ছে। গতবারের বন্যায় খানাকুলের ধান্যঘড়ি পঞ্চায়েতের খুঁটে পাড়া এলাকায় রূপনারায়ণ নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এলাকায়। জলে তোড়ে ভেঙে যায় একাধিক বাঁধ। কিন্তু সেই বাঁধ বাঁধার কাজ একবছর কেটে গেলেও সম্পূর্ণ না হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গ্রামবাসী। একবছর আগে বাঁধ ভাঙলেও বেশ কয়েকদিন আগে শুরু হয়েছিল বাঁধ মেরামতির কাজ। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি ও দফায় দফায় ডিভিসির ছাড়া জলে নদীর জল বাড়ায় পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে করে বানভাসি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। সেচ দপ্তরের ব্যর্থতা প্রকাশ পায়।

এই ঘটনায় খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, ধানগরী অঞ্চলের খুঁটে পাড়ার বাঁধ এক বছর আগে ভেঙেছিল। একবছর ধরে সেচ দপ্তর কী করছিল। ঘুমাচ্ছিল। ছ'মাস আগে কাজ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু হয়নি। খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের বিডিও মধুমিতা ঘোষ জানান, 'ওখানে তৎপরতার সঙ্গে কাজ হচ্ছে। আমরা ত্রিপল পাঠিয়েছি।' সেচ দপ্তরের আধিকারিক দীনবন্ধু ঘোষ বলেন, 'আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা আছেন। আপাতত বাঁধ ঠিক আছে।'

প্লাবিত ঘাটালে যাতায়াতের একমাত্র ভরসা নৌকো

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: সব আশঙ্কা সত্যি করে প্লাবিত হল ঘাটাল শহর। কয়েকদিনের বৃষ্টির জেরে শিলাবতী ও ঝুমী নদীর জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছে ঘাটাল। রবিবারও থমকে রয়েছে জমে থাকা বন্যার জল। ডুবেছে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর। বানভাসি ঘাটাল শহরের মানুষের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা এখন নৌকো। যদি আবার বৃষ্টি হয় তা হলে বাড়বে বন্যার জল। তা নিয়েই বেশি চিন্তায় রয়েছেন ঘাটাল শহরের নিচু এলাকাগুলির বাসিন্দারা।

জলের তলায় চলে গিয়েছে ঘাটাল ব্লকের শতাধিক গ্রাম। শুক্রবার থেকে জল ঢোকা শুরু হতেই শনিবার ঘাটাল শহর প্লাবিত হয়ে যায়। গ্রামীন এলাকার পাশাপাশি ঘাটাল শহরের ১২টি ওয়ার্ডে পানীয় জলের হাহাকার শুরু হয়। বিচ্ছিন্ন করা হয় বিদ্যুৎ সংযোগ। বর্ষার প্রথম বন্যার জলে প্লাবিত ঘাটাল ব্লকের প্রায় দেড়শো গ্রামের লক্ষাধিক মানুষ চরম সমস্যায় পড়েছেন। রাস্তাঘাট জলে ডুবে থাকায় সব রকম যানবাহন বন্ধ। শহরে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হয়েছে নৌকো। দুর্গত এলাকায় বন্যার্তদের জন্য প্রশাসনের উদ্যোগে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। পানীয় জলের পাউচ বিলি করা হচ্ছে।

সাপের কামড়ে মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: অন্যান্য দিনের মতো শনিবার রাতে শ্বশুর বাড়িতে পালঙ্কের ওপর ঘুমিয়ে ছিল মহিলাটি। রবিবার সকালে তার পায়ের ওপর জ্বালা করতে শুরু করে। তখনই পরিবারের আত্মীয়রা বাড়ির মধ্যে একটি বিষধর সাপ দেখতে পান। তৎক্ষণাৎ তাঁকে চিকিৎসার জন্য রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হলে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ রবিবার দুপুরে হাসপাতাল থেকে দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

মৃত মহিলার শ্বশুর সুধীর গরাঁই জানান, 'তাঁর বড় বউমা সোমা গরাঁই অন্যান্য দিনের মতো শনিবার রাতে ঘুমিয়েছিল। রবিবার সকালে একটি বিষধর সাপ বাড়ির মধ্যে দেখতে পাই। এরপরই বউমা জানান তার পায়ের ওপর সাপে কেটেছে। জ্বালা করছে। সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।' এমন ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। মেঝেতে নয় পালঙ্কের ওপর উঠে ঘুমন্ত অবস্থায় যদি সাপ এইভাবে কামড় দেয় তা হলে কী ভাবে মানুষ সর্তক থাকবে।

সত্যি গ্রেপ্তার না নাটক? ধীরজ ঘোষকে প্রশ্ন সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধীরজ ঘোষের গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রবিবার তিনি বলেন, 'গত ৮-১০ মাস, বা তারও বেশি সময় ধরে আমি বলেছিলাম, প্রকল্পের উন্নয়নের জেরে নেপাল থেকেও লোক আসছে। আমি জিএসটির ক্ষতির কথাও ওদের জানিয়েছিলাম। দিনে দিনে অবস্থা খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়েছে।'

সুকান্তর অভিযোগ, শিলিগুড়ির বাগডোগরার বাসিন্দা ধীরজ ঘোষ আসলে তৃণমূল আশ্রিত এক মাফিয়া। তাঁর স্ত্রী রাজ্য জিএসটি দপ্তরের অফিসার। সুকান্ত লিখেছেন, ওই স্ত্রী, উত্তরবঙ্গজুড়ে ছড়িয়ে থাকা তৃণমূল নেতাদের সিন্ডিকেট আর প্রশাসনিক ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছিল এক বিশাল দুর্নীতির সাম্রাজ্য। শুধু রাজ্যের অর্থ নয়, এই চক্র জড়িত আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের সঙ্গেও; এই মর্মে মিডিয়াকে নথিপত্র দেওয়া হয়েছিল বলেও দাবি করেন তিনি।

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও এতদিন ধীরজ ঘোষের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি রাজ্য পুলিশ। কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ মাফিয়াদের থাকে পুরোপুরি রক্ষা;এমনটাই দাবি সুকান্তর। তাঁর দাবি, জিএসটির ক্ষতি শুধু কেন্দ্রের নয়, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয়েরই ক্ষতি হয়েছে, তার দায় কে নেবে? ধীরজ ঘোষকে নিয়ে পুলিশ এতদিন পর কেন ধরল, সে নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। 'শুনলাম বহুদিন পর পুলিশ নাকি এবার কোনও পদক্ষেপ করেছে। কিন্তু গত আট মাস বা একবছরের বেশি সময় ধরে এই নিয়ে প্রচুর অনিয়ম চলছে।' ধৃতের রাজনৈতিক যোগাযোগ ও প্রশাসনিক সুবিধা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি কটাক্ষ করে প্রশ্ন তোলেন, 'আমাদের প্রশ্ন এখন কেন? এটা কি সত্যিকারের গ্রেপ্তার, নাকি কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর হাত থেকে বাঁচাতে সাজানো এক নাটক? ধীরজ কি তবে পরবর্তী বিনয় মিশ্র হতে চলেছে; লুকনো, রক্ষিত এবং গায়েব?' তাঁর সর্বশেষ অভিযোগ, 'এটা শুধুই পুলিশের ব্যর্থতা নয়। এটা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ স্তরের রাজনৈতিক চক্রান্তের গন্ধ দিচ্ছে।'

দেড়মাস নিখোঁজ যুবক, ধৃত স্ত্রী, শ্বশুর, শ্যালক ও ভায়রাভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গ্রেপ্তার করা হয়েছে যুবকের স্ত্রী, শ্বশুর, শ্যালক ও ভায়রাভাইকে। ঘটনাটি হুগলির জাঙ্গিপাড়া থানার রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কানাইপুর এলাকার ঘটনা। দেড় মাস ধরে নিখোঁজ যুবক। স্ত্রী-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে খুন করে গভীর নলকূপে দেহ লোপাটের অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মাস দেড়েক আগে নিখোঁজ হন চণ্ডীতলা থানার মশাট এলাকার বাসিন্দা রবীন রুইদাস। বছর এগারো আগে তাঁর বিয়ে হয়। বেশ কিছুদিন ধরে জাঙ্গীপাড়ার কানাইপুরে শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করছিলেন রবীন। দেড় মাস আগে শ্বশুরবাড়ি থেকেই তিনি নিখোঁজ হন। নিখোঁজের অভিযোগ হয় জাঙ্গীপাড়া থানায়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে জানতে পারে রবীনকে খুন করা হয়েছে। খুনের সঙ্গে যুক্ত তাঁর স্ত্রী অপর্ণা রুইদাস। খুনের পর দেহ লোপাটের তথ্য উঠে আসে পুলিশি তদন্তে। কানাইপুর এলাকায় কৃষি জমিতে সেচের জন্য বসানো আছে গভীর নলকূপ। সেই নলকূপের গর্তে দেহ ফেলে লোপাট করা হয়েছে বলে সন্দেহ পুলিশের। তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে রবিবার সকালে ওই এলাকা ঘিরে রাখে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, বিয়ের পর থেকে স্ত্রীর উপর শারীরিক অত্যাচার করতেন রবীন। স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যান। সেখানে গিয়েও চলত অত্যাচার। সেই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রবীনকে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন খুন করেছেন কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। রবীনের ভাই জাঙ্গিপাড়া থানার অভিযোগ দায়েরের পরই এদিন চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করে চার দিনের পুলিশি হেফাজতে নেয় জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের নিয়ে দেহ উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। রবীনের পরিবারের অভিযোগ, অপর্ণার বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। ডিভোর্স দেওয়ার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু, ডিভোর্সে রাজি ছিলেন না রবীন। সেই কারণে খুন করা হতে পারে বলে তাঁদের অভিযোগ।

রাতভর হাতির তাণ্ডব ঝাড়গ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শনিবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের জারুলিয়া ও আউলগেড়িয়া গ্রামে রাতভর তাণ্ডব চালিয়েছে একদল দাঁতাল। খাবারের সন্ধানে তছনছ করেছে ৯টি বাড়ি। মাঝরাতে হঠাৎই ১৫টি হাতির একটি দল গ্রামে ঢুকে মাটির বাড়িগুলি ভাঙতে শুরু করে। পরিবারের লোকজন কোনও রকমে ছুটে পালিয়ে প্রাণে রক্ষা পান।

জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই ঝাড়গ্রাম ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ১৫ -১৬টি দাঁতাল হাতি। রাত নামলেই খাবারের সন্ধানে জঙ্গল ছেড়ে গ্রামে ঢুকে পড়ছে। বাড়ির সামনে দাঁতালের দল দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন গ্রামবাসীরা। হাতির হানায় মাঝেমধ্যে প্রাণ হারাচ্ছেন তাঁরা। প্রায় প্রতিদিনের হাতির তান্ডবে দিশেহারা গ্রামবাসীরা। তাদের অভিযোগ, বন দপ্তরকে বারবার জানিয়েও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। হাতিগুলিকে এই এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে না ক্ষতিপূরণ। যার ফলে, এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে বন দপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া নামে চাষিদের সংগঠন, দায়িত্বে বেচারাম মান্না

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া নামে পশ্চিমবঙ্গ প্রগ্রেসিভ পটেটো গ্রোওয়ার্স অ্যান্ড ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন চাষীদের স্বার্থে গঠন হল। গত নভেম্বর মাসে রাজ্যের কৃষিজ বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে দায়িত্ব দেন এই সংগঠন গড়ে তোলার। রবিবার শ্রীকান্ত মাহাতোর উপস্থিতিতে সর্বসম্মত ভাবে স্বপন সামন্ত এই আহ্বায়ক করা হয়, সারা রাজ্যের ২০০ জন ব্যবসায়ী উপস্থিতে। আগামী দিনে এই সংগঠন রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে সংগঠন গড়ে তুলবে এবং চাষিদের স্বার্থে কাজ করে যাবে এবং পাশাপাশি সরকারেরও সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখবে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে উপদেষ্টা মণ্ডলীতে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার কৃষিজ ও বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, মন্ত্রী শিউলি সাহা, কাটোয়ার এমএলএ রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক অসীমা পাত্র, বিধায়ক উত্তরা সিংহ, বিধায়ক মধুসুদন ভট্টাচার্য, বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়, বিধায়ক অরূপ ধারা, বিধায়ক খোকন দাস, বিধায়ক নিশিথ কুমার মালিক, বিধায়ক অলোক মাঝি, বিধায়ক দেব প্রসাদ বাগ, বিধায়ক ডাক্তার করবি মান্না-সহ দলীয় বিধায়করা উপদেষ্টা মণ্ডলীর পদে থাকবেন।

অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ফের সরব শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: বিজেপিকে ক্ষমতায় আনলে তিন মাসে ফাঁকা করব রোহিঙ্গা মুসলমানকে। এরাই অনুপ্রবেশকারী। আর যাঁরা হিন্দু হওয়ার কারণে বাঁচার জন্য এদেশে আসছেন, ভারত তাঁদের আশ্রয় দিয়েছে। ভবিষ্যতেও দেওয়া উচিত। 'অপারেশন সিঁদুরে'র উদযাপন উপলক্ষে পদযাত্রায় যোগ দিতে ঠাকুরনগর এসে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। রবিবার 'অপারেশন সিঁদুরে'র সাফল্য নিয়ে ঠাকুরনগরের ষষ্ঠীতলা থেকে তালতলা পর্যন্ত 'তিরঙ্গা যাত্রা' শুরু করেন শুভেন্দু অধিকারী। গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের উদ্যোগে এই 'তিরঙ্গা যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া, হরিণঘাটার বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার প্রমুখ।

শুভেন্দু এদিন বলেন, 'ভিলেজ পুলিশ, সিভিক পুলিশ, মুখ্যমন্ত্রী সব একাকার হয়ে গিয়েছে, তাই মুখ্যমন্ত্রীর নাম হচ্ছে সিভিক চিফ মিনিস্টার। আর পশ্চিমবঙ্গে এডুকেশন সিস্টেমরে নাম হচ্ছে মাদ্রাসা এডুকেশন' রাস্তা খারাপ প্রসঙ্গে বলেন, 'বেহাল মুখ্যমন্ত্রী থাকলে রাস্তা বেহাল থাকবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেহাল থাকবে, স্বাস্থ্যব্যবস্থা বেহাল থাকবে। বাংলার হাল ফেরাতে গেলে তৃণমূলের হাল বেহাল করতে হবে।' বারাসাতের অগ্নিকাণ্ড প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, বিমা কোম্পানির টাকা নেওয়ার জন্য আগুন লাগিয়েছে কি না দেখুন। তৃণমূল মানেই চোর।

তিনি আরও বলেন, 'অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা মুসলিমরা যাতে প্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যাপারে আমরা বিএসএফের সঙ্গে নজরদারি করব। আমরা মোদীজিকে অনুরোধ করব, আপনি এমন একটা কড়া আইন আনুন, যাতে দেশে থেকে পাকিস্তানের পক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট, মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে কোনও রকম দেশবিরোধী কথা বা কাজ কেউ করতে না-পারে। আরও কঠোর এবং কঠিন আইন আনা দরকার।'

মালদার ৬২৯ বছরের রথযাত্রা বন্ধের চক্রান্ত, অভিযোগ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদার ঐতিহ্যবাহী ৬২৯ বছরের জালালপুর রথযাত্রা ও মিলনমেলাকে ঘিরে চক্রান্তের অভিযোগ তুললেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডা. সুকান্ত মজুমদার। রবিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি দাবি করেছেন, স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা জমি মাফিয়া ও ভাড়াটে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে মিলে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জমি দখল করার ষড়যন্ত্রে নেমেছেন। সেই সঙ্গে পরিকল্পনা চলছে রথযাত্রা ও মেলা বন্ধ করে দেওয়ারও। সুকান্ত লেখেন, মালদার ৬২৯ বছরের পুরনো জালালপুর রথযাত্রা ও মিলনমেলা বন্ধ করতে একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব, জমি মাফিয়া ও ভাড়াটে গুণ্ডারা মিলে ধর্মীয় জমি দখল করতে চাইছে। একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, যিনি শাসকদলের ঘনিষ্ঠ, তিনি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে ওই ধর্মীয় জমির নাম রেকর্ডে অবৈধ ভাবে বদলে দিয়েছেন। এই ঘটনাকে বাংলার হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্য ও গণতান্ত্রিক কণ্ঠস্বরের ওপর সরাসরি আঘাত হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি লেখেন, এটা শুধুই জমি দখলের বিষয় নয়, বরং বাংলার আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর এক গভীর আঘাত। গণতান্ত্রিক চর্চাকে স্তব্ধ করার চেষ্টা। সুকান্ত মজুমদার রাজ্য প্রশাসনের কাছে দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'প্রশাসন যদি অবিলম্বে ব্যবস্থা না নেয়, আমরা আইনি পথে হাঁটব।' তিনি এটিকে বাংলার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য রক্ষার লড়াই বলে উল্লেখ করেছেন।

বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলায় বর্ধমান সংস্কৃতি লোকো মঞ্চে রাজনৈতিক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হল রবিবার। এদিনের এই কর্মী সম্মেলনের মঞ্চে বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দেন দেবব্রত রায়। তিনি এক সময় বিজেপির কাটোয়া শহরে সহ সভাপতি পদে ছিলেন। তার আগে কংগ্রেসে নেতৃত্ব দিতেন। এখন তিনি তৃণমূলের কাজ দেখে যোগ দিলেন তৃণমূলে। বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস এদিন মঞ্চে তার হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন। পাশাপাশি একই মঞ্চে প্রবীণ সম্মানীয় ব্যক্তিত্বদের সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। বিধায়ক খোকন দাস জানিয়েছেন, সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, তার আগেই তৃণমূলের কর্মিসভা আয়োজন করা হয়। আগামী ২১ জুলাইয়ের সভা সফল করতে দলীয় কর্মীদের বেশ কিছু বার্তা দেওয়া হয় সভামঞ্চ থেকে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, স্থানীয় কাউন্সিলর ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মিঠু সিংহরায়, শহরের সভাপতি তন্ময় সিংহ রায়-সহ অন্যান্যরা।

গোডাউনের আগুন নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: আগুন নিয়ন্ত্রণে। ২০ ঘণ্টা পরেও রয়েছে পকেট ফায়ার। সারারাত ধরে পর্যায়ক্রমে দমকলের প্রায় ৪৫-৫০ ইঞ্জিন কাজ করেছে। এই বিধ্বংসী আগুনে কোনও প্রাণহানি বা বসতবাড়ির ক্ষয়ক্ষতির হয়নি বলেই দাবি প্রশাসনের।

বারাসতের পীরগাছা এলাকার বামনমুড়ায় কারখানা ও গোডাউনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের প্রায় ২০ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হলেও এখনও দেখা যাচ্ছে পকেট ফায়ার। ফলে পুরোপুরি এখনও আগুন নেভানো সম্ভব হয়নি। মাঝেমধ্যেই কারখানার ভিতরে মজুত থাকা দাহ্য পদার্থে ছোটখাটো বিস্ফোরণ ঘটছে, যার ফলে আগুনের তীব্রতা আবারও বাড়ছে। রবিবার দুপুরেও ঘটনাস্থলে ৬ থেকে ৭ টি ইঞ্জিন কাজ করছে। রাতভর দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

দমকল সূত্রে খবর, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে রবিবার সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবে। আগুনের তাণ্ডবে ২৭ বিঘার কারখানা ও গোডাউন শ্মশানে পরিণত হয়েছে। ডিজি ফায়ার রাণভির কুমার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জানিয়েছেন, পরবর্তীতে পুলিশ ও দমকল বিভাগ যৌথ ভাবে তদন্ত করবে কী ভাবে এই আগুন লাগল। তাদের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল কিনা। তবে কোন প্রাণহানি ঘটেনি বলেই দাবি ডিজি ফায়ারের। নিরাপত্তার স্বার্থে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

সূত্র মারফত জানাগেছে, ২৭ বিঘার জমিতে একাধিক কারখানা ও গোডাউন ভাড়া দেওয়া ছিল। সেক্ষেত্রে কোনও বৈধ কাগজপত্র ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ প্রশাসন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশ কয়েক কোটি টাকা বলেই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। সেক্ষেত্রে স্যানিটারি ন্যাপকিন, রং, আমেরিকান টাওয়ার, এসি, ফ্রিজ সহ একাধিক জিনিসের গোডাউন ও কারখানা ছিল। ঘটনার পরপরই বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ঘটনাস্থলে যান। পরে বারাসত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার, এসডিপিও, ডিজি ফায়ার ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। রবিবার পীরগাছা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন এসডিও বারাসত সোমা সাউ। বারাসত ১ নম্বর ব্লকের বিডিও রাজীব দত্ত চৌধুরী। দেগঙ্গা বিধানসভার বিধায়িকা রহিমা মণ্ডল, বারাসত ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি সহ অন্যান্যরা। রহিমা মণ্ডলের স্পষ্ট দাবি, তিনি এই কারখানা সম্পর্কে অবগতই ছিলেন না। তবে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা তা খতিয়ে দেখবেন।

বৃষ্টি শুরু হতেই খানাকুলে নৌকো তৈরি

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

খানাকুলের বাসিন্দাদের কাছে বর্ষাকালে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম নৌকো। বর্ষার জল শুরু হতেই চিন্তার ভাঁজ খানাকুলের মানুষের। এই পরিস্থিতিতে খানাকুলের মানুষ দ্রুত গতিতে নৌকো তৈরি করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। চরম ব্যস্ত মাঝি মোল্লা থেকে শুরু করে খানাকুলের সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে খানাকুল দু' নম্বর ব্লকের নদীবাঁধ এলাকায় মানুষ নৌকো থেকে ডিঙি সংগ্রহ করে বাড়ির পাশের জলাশয়ে লোহার চেন দিয়ে বেঁধে রাখতে শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত, আরামবাগ মহকুমার মধ্যে সবচেয়ে বন্যাপ্রবণ এলাকা হল খানাকুল। বর্ষাকালে বৃষ্টি জল বেশি হলেই চিন্তার ভাঁজ পড়ে খানাকুলবাসীর। স্থলপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই তাঁরা জলপথ ব্যবহারের জন্য নৌকোকেই একমাত্র নির্ভরযোগ্য যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে। আষাঢ় ও শ্রাবণ বর্ষাকাল হলেও যে বছর বর্ষার চাপ বেশি থাকে তাদের চার মাস প্রায় নৌকো করে যাতায়াত করতে হয় খানাকুলের বেশ কয়েক অঞ্চলের মানুষকে। খানাকুলের জগৎপুর, নতিবপুর, চিংড়ি, গণেশপুর, তাঁতিশাল, শাবলসিংহপুর, মাড়োখানা, বন্দর-সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষকে বর্ষাকালে যাতায়াত করার জন্য নৌকো ব্যবহার করতে দেখা যায়। তাই খানাবুলের ওই সমস্ত বন্যাপ্রবণ অঞ্চলগুলির মানুষের সঙ্গে নৌকো ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

এই বিষয়ে চিংড়া এলাকার বাসিন্দা কল্যাণ ঘোষাল জানান, 'খানাকুল দু' থেকে তিনটি নদী দিয়ে ঘেরা। তাই বর্ষার সময় নৌকো খুব প্রয়োজন। বাকি সময়েও আমরা স্থলপথের থেকে জলপথ বেশি ব্যবহার করি কারণ বন্যার জন্য রাস্তা ভালো থাকে না। চার চাকার সব গাড়ি প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে প্রবেশ করতে পারে না। তাই নৌকো করেই যাতায়াত করতে হয়। আমাদের নৌকো থাকলে অসুবিধায় পড়তে হয় না। তাই নৌকা তৈরির কাজ চলছে।'

রেশন দোকানে প্রসাদ নিতে ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রবিবার সকাল থেকে এই তিন পঞ্চায়েতে রেশন দোকান থেকে শুরু হয় প্রাসাদের প্যাকেট বিতরণের কাজ। যদিও এই প্রসাদ নিয়ে বারবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলে এসেছেন এটা কোনও প্রসাদ নয়। স্থানীয় মিষ্টির দোকানের মিষ্টি, সুতরাং যাঁরা হিন্দু তাঁরা যেন এই প্রসাদ না নেন। শুভেন্দু অধিকারীর সেই আবেদন না মেনেই সকাল থেকে রেশন দোকানে ভিড় জমান গ্রাহকরা। রবিবার কাঁকসার পানাগড় গ্রামে তেমনই উপভোক্তাদের ভিড় লক্ষ করা যায়।

রীতিমত প্রসাদ পেয়ে খুশি হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান তাঁরা। এদিন রেশন দোকানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে যতই মানুষ অপপ্রচার করুক না কেন। মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবাসে। তিনি যে বাড়িবাড়ি প্রসাদ পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই প্রসাদ সকাল থেকেই মানুষ উৎসাহের সঙ্গে রেশন দোকানে হাজির হয়ে তা গ্রহণ করেছেন।

ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট

এক ইনিংসে ৩ সেঞ্চুরি, ৩ শূন্যের নজির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে ১ ইনিংসে ৩ সেঞ্চুরি ৩ শূন্যর নজির। দেখা গেল এই নিয়ে পাঁচবার, যেটা শনিবার ঘটলো ইংল্যান্ডে প্রথমবার।

শুভমান গিল ও ঋষভ পন্থ যখন ব্যাট করছিলেন তখন মনে হয়েছিল ভারতের ইনিংস পাঁচশ ছাড়িয়ে অনেক দূর যাবে। কিন্তু অধিনায়ক গিলের বিদায়ের পর এল নাটকীয় ধস। রান হলো পৌনে পাঁচশরও কম।

তিন ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরির পর ৪১ রানে শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে হেডিংলি টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভারত অলআউট হয়েছে ৪৭১ রানে।

প্রথমবার এমন কিছুর সাক্ষী হয়েছিল ১৯৩২ সালে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের সিডনি টেস্ট। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিলেন হার্বার্ট সাটক্লিফ, ওয়ালি হ্যামন্ড ও ইফতিখার আলি খান পাতৌদি। ইফতিখারের অভিষেক টেস্ট ছিল সেটি, যিনি পরে টেস্ট খেলেছিলেন ভারতের হয়েও।

ইংল্যান্ডের ওই ইনিংসে শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন মরিস লেল্যান্ড, লেস অ্যামিস ও হ্যারল্ড লারউড।

৭০ বছর পর আবার এমন নজির দেখা গিয়েছিল ২০০২ সালে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের

কলকাতা টেস্টে। ইডেন গার্ডেন্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন ওয়াভেল হাইন্ডস, শিবনারায়ণ চন্দরপল ও মারলন স্যামুয়েলস। মারভিন ডিলন, ড্যারেন পাওয়েল ও ক্যামেরন কাফি আউট হন শূন্য রানে।

এরপরই সেঞ্চুরিয়নে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের সেই টেস্ট। প্রথম ইনিংসে প্রোটিয়াদের হয়ে সেঞ্চুরি করেন স্টিফেন কুক, হাশিম আমলা ও কুইন্টন ডি কক। শূন্য রানে ফেরেন এবি ডি ভিলিয়ার্স, কাগিসো রাবাদা ও মর্নে মর্কেল।

২০২৪ সালে বুলাওয়ায়ো টেস্টে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আফগানিস্তানের প্রথম ইনিংসে তিন অঙ্কের স্বাদ পান রেহমাত শাহ, হাশমাতউল্লাহ শাহিদি ও আফসার জাজাই। রেহমাত ও শাহিদির ব্যাট থেকে আসে ডাবল সেঞ্চুরি। তাদের ইনিংসে শূন্য রানে আউট হন আজমাতউল্লাহ ওমারজাই, নাভিদ জাদরান ও জাহির খান।

এরপর হেডিংলিতে ভারতের এই ইনিংস। এখানে সেঞ্চুরি করেন ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল (১০১), নতুন অধিনায়ক গিল (১৪৭) ও সহ-অধিনায়ক পান্ত (১৩৪)।

ম্যাচের প্রথম দিন অভিষেকে চার বলে শূন্য রানে ফেরেন সাই সুদর্শন। শনিবার কারুন নায়ার আট বছর পর টেস্ট খেলতে নেমে চার বল খেলে শূন্য রানে বিদায় নেন অলিভার পোপের দুর্দান্ত ক্যাচে। পরে পাঁচ বলে রানের দেখা পাননি পেসার জাসপ্রিত বুমরাহ। ৪১ রানে শেষ ৭ উইকেট হারায় ভারত।

ভারতের পরবর্তী কোচ কি মহারাজ? নিজেই দিলেন ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের প্রতি আস্থা রাখলেও, ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে নিজেই জাতীয় দলের কোচ হতে চান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সম্প্রতি এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেন, ক্ষ্মঅবসর নেওয়ার পরে সিএবি এবং বিসিসিআই সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি। তখন সময় হয়নি। তবে এখন আমি কোচিংয়ের জন্য প্রস্তুত। দেখা যাক ভবিষ্যতে কী হয়।ক্ষ্ম বর্তমানে সৌরভ আইসিসি-র ক্রিকেট কমিটির প্রধান এবং আইপিএলের দল দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গেও যুক্ত। যদিও নিজে আগ্রহী, তবুও গম্ভীরের পরিবর্তনের পক্ষে এখনই নন তিনি। সৌরভ বলেন, ক্ষ্মগম্ভীর ভাল কাজ করছে। যদিও অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের কাছে সিরিজ হেরেছে, তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে। এখন ইংল্যান্ড সিরিজ চলছে। সেটি ওর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।ক্ষ্ম গম্ভীরকে খুব কাছ থেকে না দেখলেও, তাঁর ক্রিকেটের প্রতি আবেগ ও সততার প্রশংসা করেন সৌরভ। তিনি বলেন, ক্ষ্মগম্ভীর খুব আবেগপ্রবণ এবং সোজাসাপ্টা। সমাজ, দল, ক্রিকেটার;সব বিষয়ে খোলাখুলি কথা বলে। ওর জন্য শুভেচ্ছা রইল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও ভাল করবে।ক্ষ্ম ভারতীয় বোর্ড এখন দেশীয় কোচদের উপরই ভরসা রাখছে। রবি শাস্ত্রী, অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়ের পরে এবার গম্ভীর দায়িত্বে। সেই তালিকায় নিজেকে যুক্ত করতে প্রস্তুত সৌরভও। ভারতীয় ক্রিকেটে একাধিক প্রশাসনিক ও নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করার পরে এবার জাতীয় দলের সাজঘরে ফেরার ইচ্ছা তাঁর স্পষ্ট।

ওয়াসিম আক্রমকে পিছনে ফেলে রেকর্ড গড়লেন বুমরাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার হেডিংলিতে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে বেন ডাকেটকে বোল্ড করার সঙ্গে সঙ্গেই বুমরাহ ঢুকে পড়লেন এক নতুন রেকর্ড বুকে। তিনি পেছনে ফেলেছেন পাকিস্তানের ওয়াসিম আক্রমকে।দক্ষিণ আফ্রিকা-ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে একত্রে বলা হয় এসইএনএ কান্ট্রি। এই চার দেশে এতদিন পর্যন্ত এশিয়ান বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের রেকর্ড ছিল পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আক্রমের। কিন্তু ডাকেটকে আউট করে ওয়াসিমকে পেছনে ফেলেছেন বুমরাহ। এসইএনএ কান্ট্রিতে এশিয়ান বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক এখন বুমরাহই।

এই চার দেশে ৬০ ইনিংসে বুমরাহ শিকার করেছেন ১৪৭ উইকেট। ওয়াসিম ৫৫ ইনিংসে ১৪৬ উইকেট শিকার করে এখন দুই নম্বরে।

তিন নম্বরে আছেন ভারতের অনিল কুম্বলে। এই লেগ স্পিনার ৬৭ ইনিংসে শিকার করেছেন ১৪১ উইকেট। পরের স্থান দুটিতেও ভারতের দুই ফাস্ট বোলার আছেন। ৭১ ইনিংসে ১৩০ উইকেট শিকার করে চারে ইশান্ত শর্মা, আর ৬৩ ইনিংসে ১২৩ উইকেট নিয়ে পাঁচে মোহাম্মদ শামি। এসইএনএ কান্ট্রিতে রান করার দিক দিয়েও ভারতের আধিপত্য। এই চার দেশে ৫৩৮৭ রান করে শীর্ষে আছেন শচীন টেন্ডুলকার। ওয়াসিমকে পেছনে ফেলে বুমরাহ শীর্ষ উইকেট শিকারি হওয়ায় এখন দুই বিভাগেই ভারতের আধিপত্য।

হকিতে হার ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় জুনিয়র পুরুষ হকি দল তাদের ৪-দেশীয় টুর্নামেন্ট অভিযান শুরু করেছে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে, শনিবার এখানে স্বাগতিক জার্মানির কাছে ১-৭ গোলে হেরেছে। ভারতের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন সৌরভ আনন্দ কুশওয়াহা।

রবিবার অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ভারত। এই ম্যাচ জেতার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামবে ভারত, এরপর মঙ্গলবার স্পেনের বিপক্ষে খেলবে ভারত।

সতীর্থদের উপর বিরক্ত জশপ্রীত বুমরাহ!

কোচের সঙ্গে চলল 'তর্কাতর্কি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: হেডিংলিতে দ্বিতীয় দিনের ভারত-ইংল্যান্ড টেস্টে একপ্রকার একাই লড়লেন জশপ্রীত বুমরাহ। গোটা ইংরেজ ব্যাটিং বিভাগকে নাস্তানাবুদ করে ফেললেও সেভাবে কোনো সঙ্গ পেলেন না তিনি। অন্য প্রান্তে মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণরা যথেচ্ছ রান বিলিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন অবস্থায় বুমরাহর হতাশা ক্রমে তীব্রতর হয়ে ওঠে। ৪০তম ওভারের সময় ড্রেসিংরুমে ফিরে গিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে তাকে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করতেও দেখা যায়। ধারণা করা হচ্ছে, সতীর্থদের অনুজ্ঞাবিহীন বোলিং ও ফিল্ডিং নিয়েই ক্ষুব্ধ ছিলেন তিনি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কোনও দেশ সেরা বোলিং আক্রমণ গড়ে তোলার পেছনে সবসময়ই দরকার হয়েছে একাধিক 'ধারালো অস্ত্র'। ক্যারিবিয়ান চার ফাস্ট বোলার থেকে ওয়ালশ-অ্যামব্রোজ, পাকিস্তানের ওয়াসিম-ওয়াকার, অস্ট্রেলিয়ার লিলি-থমসন, দক্ষিণ আফ্রিকার স্টেইন-মর্কেল, ইংল্যান্ডের অ্যান্ডারসন-ব্রড কিংবা ভারতের জাহির-নেহরা, বুমরাহ-শামি ; প্রত্যেক সফল যুগেই ছিল ভয়ঙ্কর বোলিং জুটি। একা কেউই শাসন করতে পারেননি। লিডস টেস্টে বুমরাহ সেই স্তরের বোলিং করলেও পেলেন না যোগ্য সঙ্গী। দ্বিতীয় দিনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলেছিলেন তিনি। বিশেষ করে ক্রলিকে করা তার ডেলিভারিটি কার্যত খেলার অযোগ্য ছিল। দুর্ভাগ্যও হাত ছাড়েনি। হ্যারি ব্রুককে আউট করেও 'নো বল'-এর কারণে ফিরিয়ে আনতে হয়। শেষ বলটি তো ব্রুকের থুতনির খুব কাছ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সব মিলিয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম্যান্সের পরও যেভাবে দলের অন্য বোলাররা ব্যর্থ হয়েছেন, তা হয়তো বুমরাহর মনোবলকেই চাপে ফেলে দিয়েছে। তাই হতাশা, ক্ষোভ; সবকিছুরই বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল ড্রেসিংরুমে।

হেডিংলেতে বুমরাহ ম্যাজিক! তবুও ভারত এগোল মাত্র ৬ রানে

নিজস্ব প্রতিবেদন: হেডিংলির টেস্ট ম্যাচের তৃতীয় দিনটি ছিল নাটকীয়তায় ভরপুর। শুরুতেই যদি ভারতীয় ফিল্ডাররা একাধিক ক্যাচ না ফেলতেন, ইংল্যান্ডের ইনিংস এতটা দীর্ঘ হতো না বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। দ্বিতীয় দিনের শেষে অপরাজিত থাকা অলি পোপ এদিন মাত্র ৬ রান যোগ করে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর বলে আউট হয়ে যান। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের ব্যাটিং ভরসা হয়ে উঠেছিলেন হ্যারি ব্রুক। ব্রুকের ইনিংসেও ছিল নাটকীয় মোড়। দ্বিতীয় দিনের শেষ ওভারে বুমরাহর বাউন্সার পুল করতে গিয়ে ক্যাচ তুলে দেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেটাররা সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন। কিন্তু পরে দেখা যায়, সেটি একটি 'নো বল'। এরপর তৃতীয় দিন ব্রুক যখন ৮২ রানে ব্যাট করছিলেন, তখন তাঁর ক্যাচ ফসকান যশস্বী। জীবনদান পেলেও শেষমেশ শতরান ছুঁতে পারেননি ব্রুক। মাত্র ১ রান দূরে, ৯৯ রানে

এসে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর শর্ট বল হুক করতে গিয়ে শার্দূল ঠাকুরের হাতে ধরা পড়েন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল বেন স্টোকসের সঙ্গে ৪১ এবং জে স্মিথের সঙ্গে ৭৩ রানের মূল্যবান পার্টনারশিপ। তবে দিনের নায়ক ছিলেন জশপ্রীত বুমরাহ। দুরন্ত বোলিং করে ৫টি উইকেট তুলে নেন তিনি। ভারতের প্রথম ইনিংসের ৪৭১ রানের জবাবে ইংল্যান্ড থামে ৪৬৫ রানে। তৃতীয় দিনের আরেকটি বড় ঘটনা ছিল ঋষভ পন্থের আচরণ ঘিরে বিতর্ক। দিনের শুরুতেই ভারতীয় বোলাররা বলের অবস্থা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকেন। ম্যাচের ৬০তম ওভারে ঋষভ পন্থ আম্পায়ারের কাছে বল বদলের অনুরোধ জানান। কিন্তু আম্পায়ার পল রাইফেল বল পরীক্ষা করে জানিয়ে দেন, বল বদলের প্রয়োজন নেই। এর পরেই পন্থ ক্ষিপ্ত হয়ে জোরে বল ছুড়ে দেন, যা নিয়ে চমকে ওঠেন খোদ আম্পায়ারও। সেই মুহূর্তের ভিডিও দ্রুতই ভাইরাল হয়ে পড়ে। নিয়ম অনুযায়ী, আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে প্রকাশ্যে বিরক্তি দেখালে শাস্তির মুখে পড়তে পারেন ক্রিকেটার। এদিকে, চলতি টেস্টে পন্থ ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন। সাত নম্বর সেঞ্চুরি করেছেন তিনি এবং উইকেটকিপার হিসেবে টেস্টে ১৫০ ক্যাচের বিরল কৃতিত্বও অর্জন করেছেন। তবুও তৃতীয় দিন তাঁর হতাশা যেন বারবারই প্রকাশ পেয়েছে নানা ভঙ্গিতে। ইংল্যান্ড ব্যাটারদের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং, ফিল্ডিং ভুল এবং আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত;সব কিছুরই চাপ যেন এসে পড়েছে পন্থের ওপর।

৭৩ তম ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাথলেটিক্স-এ চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ও সাই কমপ্লেক্স, সল্টলেকে অনুষ্ঠিত ৭৩ তম ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এর চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

জুনিয়র বালক ও বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাপ্ত পয়েন্ট - ১৫৯, দ্বিতীয় মোহনবাগান এসি'র প্রাপ্ত পয়েন্ট - ১১০

সিনিয়র বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাপ্ত পয়েন্ট - ৫৩০, দ্বিতীয় মোহনবাগান এসি'র প্রাপ্ত পয়েন্ট - ৩০০

সর্বমোট (জুনিয়র ও সিনিয়র) চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাপ্ত পয়েন্ট - ৬৮৯, দ্বিতীয় মোহনবাগান এসি'র প্রাপ্ত পয়েন্ট - ৪১০

একনজরে বিভাগ অনুযায়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব

বালক অনূর্ধ্ব ১৮ - চ্যাম্পিয়ন
মেনস অনূর্ধ্ব ২০ - চ্যাম্পিয়ন
মেনস অনূর্ধ্ব ২৩ - চ্যাম্পিয়ন
মেনস বিভাগ চ্যাম্পিয়ন
বালিকা অনূর্ধ্ব ১৪ - রানার্স
বালিকা অনূর্ধ্ব ১৮ - চ্যাম্পিয়ন
গার্লস অনূর্ধ্ব ২০ - চ্যাম্পিয়ন
গার্লস অনূর্ধ্ব ২৩ - চ্যাম্পিয়ন
গার্লস রানার্স

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

সুবর্ণরেখার জল নামলেও জলমগ্ন বালেশ্বরের ৫০টি গ্রাম

ভুবনেশ্বর, ২২ জুন: ভারী বৃষ্টির কারণে হড়পা বান দেখা দিয়েছে সুবর্ণরেখা নদীতে। তার জেরে বিপর্যস্ত বালেশ্বর জেলা। সুবর্ণরেখার জলস্তর রামলেও রবিবারও বালেশ্বরের ৫০টি গ্রাম জলমগ্ন ছিল। গত তিন দিন ধরে এই জেলার বহু এলাকা সুবর্ণরেখার জলে ডুবে রয়েছে। শনিবার সেখানে জলস্রোতে ভেসে গিয়েছেন এক ব্যক্তি। তাঁর খোঁজ মেলেনি। স্থানীয়দের অভিযোগ, খাবার, পানীয় জল পাচ্ছেন না তাঁরা। আঙুল তুলেছেন প্রশাসনের দিকে। বালেশ্বর জেলার চারটি ব্লক- জলেশ্বর, বালিয়াপাল, ভোগরাই, বাস্তা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। বালেশ্বরের সাংসদ প্রতাপ

সারেঙ্গির অভিযোগ, ওডিশাকে না জানিয়েই চান্দিল বাঁধ থেকে অতিরিক্ত জল ছেড়েছে ঝাড়খণ্ড। সে কারণে বাণভাসি বালেশ্বর।

সুবর্ণরেখার জলস্তর আচমকা বেড়ে যাওয়ার কারণে বালেশ্বরের চারটি ব্লকের ৫০ হাজার মানুষ বিপদে পড়েছেন। বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, বাড়ির রান্নাঘর পর্যন্ত জলের নীচে। তালাপাড়া গ্রামের এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, প্রশাসন থেকে কোনও সাহায্য মিলছে না। প্রায় না খেয়ে দিন কাটছে। টিউবওয়েল জলে ডুবে যাওয়ায় পরিশোধিত পানীয় জলেরও অভাব দেখা দিয়েছে। বিস্তৃত এলাকা জলমগ্ন থাকায় নৌকোয় চেপে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছে স্থানীয়েরা। অনেককেই সরিয়ে ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছে। উদ্ধারকাজে নেমেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। ভেঙে পড়েছে বহু বাড়ি। প্রশাসনের তরফে যদিও জানানো হয়েছে, লোকালয়ে নদীর জল ঢুকে কত ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, তার হিসেব নেওয়া হচ্ছে।

উত্তরাখণ্ডে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৪

দেরাদুন, ২২ জুন: উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন। ঘটনাটি ঘটেছে, রবিবার সকালে ক্লেমেন্টাউন থানার অন্তর্গত আশারোড়ির কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর থেকে

দেরাদুনে আসার পথে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিমেন্ট বোঝাই ট্রলির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়িতে থাকা ৫ জন যাত্রী গুরুতর জখম হন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক ৪ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। একজন চিকিৎসাধীন।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মৃতরা হলেন অঙ্কুশ, পারস, নবীন ও অঙ্কিত। মৃতরা সকলেই হরিয়ানার বাসিন্দা। পুলিশ মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মেরিল চালু করল মাইক্লিপ

নয়াদিল্লি, ২২ জুন: মেরিল লাইফ সায়েন্সেস চালু করল মাইক্লিপ। যা গুরুতর রিগারজিটেসন চিকিৎসার জন্য ভারতের প্রথম ট্রান্সক্যাথেটার এজ-টু-এজ রিপেয়ার সিস্টেম। এর মাধ্যমে বিশ্বমানের শীর্ষস্থানীয় মেড-টেক সংস্থাটি একটি বড়

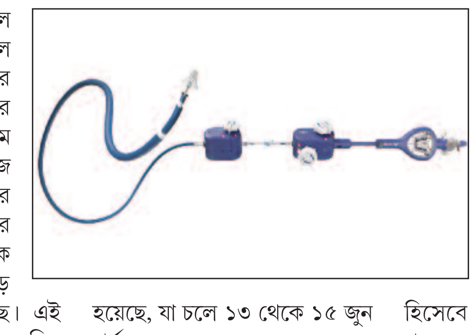

মাইলফলক অর্জন করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনটি ১৪ জুন মেরিল অ্যাকাডেমি, ভাপি (গুজরা)-এ অনুষ্ঠিত 'স্ট্রাকচারাল হার্ট ইনোভেশন' ইভেন্টে উন্মোচন করা হয়েছে, যা চলে ১৩ থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত।

এই অনুষ্ঠানে ভারতের ১৫০-রও বেশি ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট এবং মাইট্রাল ভালভ রিপেয়ারের আন্তর্জাতিক পথপ্রদর্শক ও কার্ডিয়াক ইমেজিং বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর ওটাভিও আলফিয়েরি, যিনি 'মাইট্রাল ভালভ রিপেয়ারের জনক' হিসেবে খ্যাত, এছাড়াও ছিলেন প্রফেসর ফ্রান্সেস্কো মাইসানো এবং প্রফেসর আগ্রিকোলা, যারা এজ-টু-এজ মাইট্রাল রিপেয়ার প্রযুক্তির বিশ্বজোড়া অগ্রদূত।

মহারাষ্ট্রে কমলা সতর্কতা

মুম্বই, ২২ জুন: মহারাষ্ট্রের রায়গড়, রত্নাগিরি ও পুণের ঘাট এলাকায় আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। কোঙ্কণ উপকূলে উঁচু ঢেউ উঠতে পারে বলে সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে রত্নাগিরি, পালঘর, থানে, চন্দ্রপুর-সহ একাধিক জেলায় বৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ। মহারাষ্ট্রের রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর জানিয়েছে, অতিবৃষ্টির কারণে নিচু এলাকায় জল জমতে পারে, পাহাড়ি পথে ধসের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলে জানান বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর।

ব্রাজিলের আকাশে হট এয়ার বেলুনে আগুন, পুড়ে মৃত ৮

রিও ডি জেনিরো, ২২ জুন: আবার আকাশে বিপর্যয়। এবার ঘটনাস্থল দক্ষিণ ব্রাজিলের সান্টা ক্যাটারিনা। মাঝ-আকাশে হট এয়ার বেলুনে অগ্নিকাণ্ড। শনিবার সাতসকালে হওয়া এই দুর্ঘটনায় ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর জখম আরও ১৩ জন।

সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর, স্থানীয় সময় অনুযায়ী শনিবার সকালে ২২ জন যাত্রীকে নিয়ে বেলুনটি উড়েছিল। কিন্তু মাঝ-আকাশে আচমকাই ওই বেলুনে আগুন ধরে যায়। উড়তে থাকা অবস্থাতেই আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় আট জনের। প্রাইয়া গ্রান্দে শহরে হট এয়ার বেলুনটি যখন আছড়ে পড়ে, তখনও সেখানে অনেকে জীবিত ছিলেন। তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। আহতদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ঘটনার ভিডিয়োয় (ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন) দেখা গিয়েছে, উড়তে উড়তেই ওই হট এয়ার বেলুনে আচমকা আগুন লেগে যায়। ঘন কালো ধোঁয়া বেরতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেলুনটি মাটিতে আছড়ে পড়ে। স্থানীয় গভর্নর জর্গিনহো মেল্লো জানিয়েছেন, শনিবার সকাল ৭টা নাগাদ যখন প্রাইয়া গ্রান্দের উদ্দেশে একসঙ্গে আকাশে উড়েছিল ৩০টি বেলুন, তখন তার মধ্যে একটিতে আগুন ধরে যায়। তার ফলে এখনও পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। উদ্ধারকারী দল সময়মতো ঘটনাস্থলে পৌঁছে জখম ১৩ জনকে হাসপাতালে পাঠায়।

অবশেষে উত্তর মিলল চিঠির, ৩১ বছর পর!

গ্লাসগো, ২২ জুন: 'বোতলের দৈত্য' নয়, বোতলের চিঠি! আর তাতেই ছড়িয়ে গেল অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার আনন্দ-অনুভূতি। সময়ের স্রোতে ভেসে আসা বোতলের মুখ খুলতেই খুলে গেল অন্য সম্পর্কের দরজা। আত্মীয়তার নয়, দূরত্ব ঘুচিয়ে দেওয়া এই সম্পর্ক আবেগের। এই সেতুবন্ধনের সময়কাল? বেশি নয়, মাত্র ৩১ বছর!

স্কটল্যান্ডের এক ছোট্ট গ্রাম পোর্টনকি। সেখানকার বাসিন্দা ১২ বছরের আলাইনা স্টিফেন ১৯৯৪ সালে একটি স্কুল প্রকল্পের অংশ হিসেবে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন একটি বোতল। বোতলের ভেতরে ছিল তাঁর হাতে লেখা এক ছোট্ট চিঠি। ওই চিঠিতে আলাইনা নিজের নাম, বয়স, কোথা থেকে চিঠিটি লিখেছেন ইত্যাদির উল্লেখ করেছিলেন। এ-ও বলেছিলেন, চিঠিটি যদি কারও হাতে পড়ে, তিনি যেন তা হলে সেই চিঠির উত্তর দেন। চিঠিটি স্কটল্যান্ডে তৈরি 'মোরে কাপ' নামের একটি পানীয়ের ফাঁকা বোতলে রাখা হয়েছিল। বোতলটি আলাইনা তাঁর শিক্ষিকার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ওই শিক্ষিকার স্বামী পেশায় ছিলেন মাছশিকারি। তিনি সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় চিঠিভরা বোতলটি মাঝসমুদ্রে ছুড়ে দেন।

বোতল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে সময়ের চাকা গড়িয়ে গিয়েছে ৩১ বছর। চিঠির উত্তরের আশা ত্যাগই করেছিলেন আলাইনা। হয়তো ভেবেছিলেন, কেউ কথা রাখেনি বা কারও হাতে চিঠিটি পড়েইনি। কিন্তু চমক তখনও বাকি ছিল। হঠাৎ একদিন নরওয়ের ভেগা অঞ্চলের একটি ছোট দ্বীপ লিসশেলয়ায় সেই চিঠি খুঁজে পান তরুণী পিয়া ব্রডটমান। জার্মানির নাগরিক এই তরুণী সেই সময় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ওই দ্বীপে সৈকত পরিষ্কারের কাজ করছিলেন। চিঠিটি পেয়ে পিয়া রীতিমতো বিস্মিত হন। এর পর তিনি আলাইনাকে একটি জবাবি পোস্টকার্ড পাঠিয়ে চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করেন। পিয়াও চিঠিতে নিজের পরিচয়, বয়স, আগ্রহ আর চিঠি কোথায় পেয়েছেন, তা তুলে ধরেন।

বর্তমানে ৪২ বছরের আলাইনা পোস্টকার্ড পেয়ে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি। এখনও একই ঠিকানায় থাকায় তিনি বাস করায় সরাসরি চিঠিটি হাতে পান। পরে তাঁরা সামাজিক মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আলাইনা জানান, চিঠিটি এত বছর পরও অক্ষত দেখে তিনি হতবাক। আর পিয়া জানান, এই ঘটনায় তিনি আবেগতাড়িত। অকূল দরিয়ায় ভাসমান একটা বোতলই যে মুছে দিল কত শত মাইলের ব্যবধান!

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

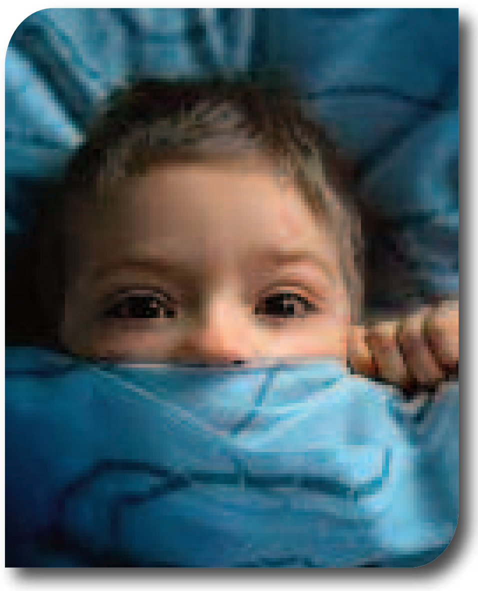

আরোগ্য

খোঁজ মিলল ক্যানসারের ওষুধের! সমুদ্রের গভীরে থাকা বিরল উদ্ভিদের শর্করাতেই মারণরোগ থেকে মুক্তি?

ক্যানসার চিকিৎসায় যুগান্তকারী সাফল্যের ইঙ্গিত মিলল সাম্প্রতিক একটি গবেষণায়। মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা সামুদ্রিক শশার মধ্যে এক বিরল শর্করার সন্ধান পেয়েছেন, যা ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি এবং ছড়িয়ে পড়া রুখে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। গবেষকরা জানিয়েছেন, অন্যান্য প্রতিরোধকের মতো এটি রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে না, ফলে ভবিষ্যতে এই উপাদান অনেক বেশি নিরাপদ ওষুধ তৈরি করতে কাজে লাগতে পারে। বর্তমানে যৌগটিকে পরীক্ষাগারে রাসায়নিকভাবে তৈরি করার চেষ্টা করছেন তাঁরা।

বিজ্ঞান পত্রিকা 'গ্লাইকোবায়োলজি'-তে প্রকাশিত হয়েছে এই গবেষণা। বিজ্ঞানীদের দাবি, 'হলোথুরিয়া ফ্লোরিডানা' প্রজাতির সামুদ্রিক শশায় 'ফিউকোসাইলেটেড কনড্রয়টিন সালফেট' নামক একটি যৌগ পাওয়া যায়। এই যৌগ 'সালফ-২' নামের একটি উৎসেচককে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ক্যানসারকোষ এই উৎসেচকটিকে ব্যবহার করেই নিজেদের বৃদ্ধি ঘটায় এবং শরীরের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে (মেটাস্ট্যাসিস)। ফলে এই উৎসেচকের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গেলে আর ছড়িয়ে পড়তে পারবে না ক্যানসার।

গবেষণাপত্রটির প্রধান লেখক, মারওয়া ফারাগ বলেন, 'সামুদ্রিক প্রাণীরা এমন কিছু যৌগ তৈরি করে যার গঠন অনন্য এবং স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে তা প্রায় পাওয়াই যায় না। সামুদ্রিক শশার মধ্যে প্রাপ্ত শর্করা যৌগগুলি সেই কারণেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' তবে আশা জাগালেও এই আবিষ্কারকে চিকিৎসায় কাজে লাগানোর পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ সামুদ্রিক শশা প্রকৃতিতে পাওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীর কথায়, 'ওষুধ হিসেবে এটিকে তৈরি করার অন্যতম সমস্যা হল এর স্বল্প জোগান। তাই আমাদের রাসায়নিক সংশ্লেষণের পথেই হাঁটতে হবে।' তাঁর আশা এই প্রচেষ্টা সফল হলে, তা ভবিষ্যতে আরও নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং পরিবেশবান্ধব ক্যানসারের ওষুধ তৈরিতে কাজ লাগবে।

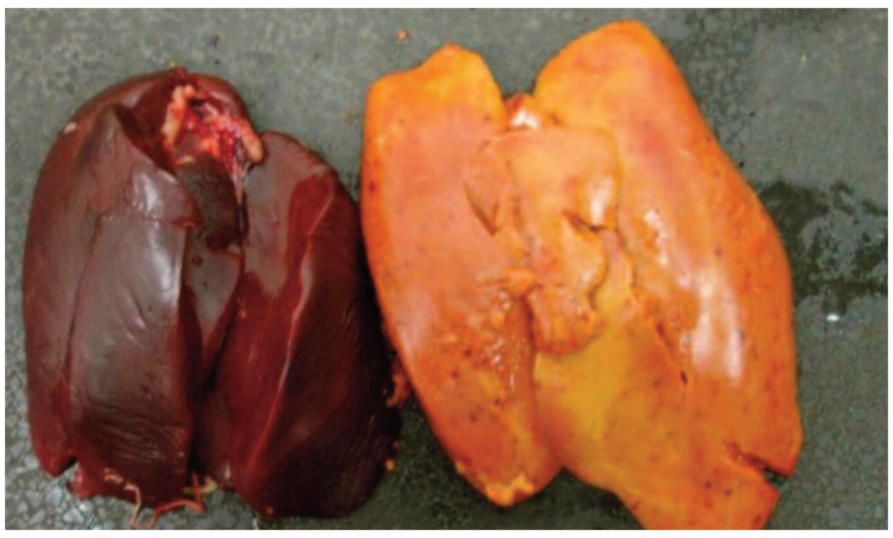

ফ্যাটি লিভার পালাবার পথ পাবে না, লিভার হয়ে উঠবে শৈশবের মত, পাতে যদি থাকে এই ক'টা খাবার

লিভার সুস্থ রাখতে চটজলদি স্ন্যাকসই যথেষ্ট, তবে চাই সঠিক পছন্দ। হার্ভার্ড-প্রশিক্ষিত লিভার ও গাট বিশেষজ্ঞ ড. সৌরভ সেঠী জানিয়েছেন, প্রতিদিনের কিছু ছোট কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত খাদ্য-চয়নেই লিভারের জটিলতা অনেকটাই কমানো সম্ভব।

১. খেজুর ও আখরোট মিষ্টি আর কড়মড়ে জুটি

খেজুরে থাকা দ্রবণীয় ফাইবার হজমকে ধীরে করে, লিভারে ফ্যাট জমা কমায়। অন্যদিকে আখরোটে থাকা ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড প্রদাহ কমায়। সপ্তাহে দু'বার ২টি খেজুর ও এক মুঠো আখরোট খাওয়াই যথেষ্ট।

২. ডার্ক চকোলেট ও বাদাম শক্তির সাথে সুরক্ষা

৭০ শতাংশ বা তার বেশি কোকোযুক্ত ডার্ক চকোলেট অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সহায়ক। এর সাথে ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ আমন্ড বা পিস্তাবাদাম লিভার কোষ রক্ষা করে। সপ্তাহে এক বা দু'বার এই যুগল উপভোগ করা যেতে পারে।

৩. আপেল, মধু ও দারচিনি মরসুমি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস

আপেলে থাকা পেকটিন চর্বি আটকাতে সাহায্য করে, কাঁচা মধু উপকারী গাট ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে এবং দারচিনি প্রদাহ কমায়। ঠান্ডা বা গরম;যেকোনোভাবেই উপভোগযোগ্য এই স্ন্যাকস।

৪. গ্রিক দই বা ঘরের তৈরি দইয়ের সঙ্গে বেরি গাট-লিভার জোট

গ্রিক দই বা দেশীয় দই প্রোবায়োটিক ও প্রোটিন সমৃদ্ধ, যা হজম ও লিভার ফ্যাট নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এর সঙ্গে ব্লুবেরি বা স্ট্রবেরির মতো বেরি মিশিয়ে খেলে ভিটামিন সি ও পলিফেনলসের বাড়তি সুবিধা মেলে।

এই স্ন্যাকসগুলি যথার্থ কাজ করে শুধুমাত্র যখন সেগুলির সাথে থাকে নিয়মিত শরীরচর্চা ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের বদলে শস্য, ফলমূল, ও শাকসবজির অভ্যাস। এমন খাদ্যাভ্যাসই ধীরে ধীরে ও স্বাভাবিকভাবে ফ্যাটি লিভার রোধে সাহায্য করে।

গুরুজির জন্মদিনে

শুভজিৎ বসাক

আমরা বড় হই, জীবনে এগিয়ে চলি- কিছু গতিপথের নির্দেশে, ঠিক যেমন আলো চলে তার গতিপথ মেপে। দিনের শেষে পাখি ফিরে আসে তার বাসায় এটাই নিয়ম, সূর্য ফিরে যায় অন্যপ্রান্তে আলো দেবে বলে অর্থাৎ নিয়ম আমাদের বাঁধে, নিয়মেই আমরা এগিয়ে চলি। সময়টা ২০০৯ সাল, গ্র্যাজুয়েশনে অপারেশন থিয়েটার আর ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজি বিষয় নিয়ে আমরা জনা বারো ছেলেমেয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালের অধীন বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে ভর্তি হই স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সেদিন যে মানুষটা আমাদের নিয়ম করে বেড়ে উঠতে, এগিয়ে যেতে কখনও উৎসাহের অভাব বোধ করতে দেননি। তিনি কার্ডিও থোরাসিক সার্জন প্রফেসর আলফ্রেড চার্লস উডওয়ার্ডস স্যার। স্যার নেই আজ ১০ বছর হল, কিন্তু স্যার ছিলেন নিয়মে কড়া প্রকৃতির মানুষ। স্যারের কাছে মানুষ হওয়াটা ছিল আগে, তারপরে ছিল কাজ শেখা। যেমন পড়ানোর সময়ে, কাজ শেখানোর মুহূর্তে শাসন করতেন সেভাবেই অন্য সময়গুলোতে বেঁধে রাখতেন। বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে স্যারের প্রথম ব্যাচ ছিলাম আমরা। সত্যি বলতে অনুকূল পরিবেশ কখনই শুরুতে ছিল না, নতুন বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যের দল হিসাবে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই প্রথম ব্যাচ হিসাবে যেতে হয়েছিল আর এভাবেই প্রতিকূলতা সরিয়ে একদিন স্যারের প্রিয় ব্যাচ হিসাবে আমাদের মর্যাদাও জোটে। স্যারের আমাদের প্রতি বিশ্বাস ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে, আমরা তাঁর আনুগত্যে পুরস্কৃত হয়ে নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বেড়ে ওঠে, হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর রোগী পরিষেবার প্রতি আমাদের ভীতি কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হই। পরবর্তীকালে এই পর্যায়ে মিশনে আসা প্রতিটি জুনিয়র ব্যাচদের তাঁর হাতে গড়া এই প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে শুরুতেই স্যার জানিয়ে রেখেছিলেন, 'সিনিয়রদের সম্মান দিলেই সেটা পাওয়ার আশা করো, নচেৎ সিনিয়ররা পাশে না থাকলে তোমাদের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না'। সবচেয়ে বড় কথা স্যার নিজেকে আমাদের মধ্যে একাত্ম করে চিরতরে গুরুজী হয়েই রয়ে গিয়েছেন। স্যারের হাসি ছিল ভুবনজোড়া, স্যার সম্বোধন করতেন গুরুজী বলে, স্যার আমাদের সাফল্যে প্রচন্ড খুশি হতেন, ব্যর্থ হলে সাহস জোগাতেন। উডওয়ার্ডস স্যার যে স্বপ্নগুলো তখন দেখিয়েছিলেন সেই স্বপ্ন অনেকটা পূরণ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যে বিষয়ে পড়াশুনা করলাম একটা সময়ে তার ছিল না কোনও গ্রহণযোগ্যতা, ছিল না কোনও পদ- সময় যত গেল স্যারের হাতে গড়া আমাদের সকলকে দেখে অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরাই রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রশাসনের শীর্ষমহলে সেই গ্রহণযোগ্যতাকে তুলে ধরলেন, ক্রমে আইনত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ক্যাডারটির পুনর্বিন্যাস হল, চিরতরে অবলুপ্ত হল পূর্বে উচ্চারিত অসম্মানিত 'টেকনিশিয়ান' পদ। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সারা ভারতের নিরিখে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে যা যথেষ্ট ঐতিহ্যবাহী। আজ পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য পরিসরে আমাদের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পদটিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে গঠন করে তাতে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর আওতাভুক্ত (গ্রুপ- বি) হয়েছে। সারা জীবন ঋণী হয়ে আছি আমরা প্রফেসর আলফ্রেড চার্লস উডওয়ার্ডস স্যার, রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান ও সেই অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের প্রতি যাঁরা অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি, ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজির মত প্রমুখ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পাঠ্য এবং বিষয়কে স্বাস্থ্য পরিসরে যুক্ত করে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। ২১শে মে নিঃশব্দে পালিত হয়ে গেল আমাদের সেই স্যার প্রফেসর আলফ্রেড চার্লস উডওয়ার্ডসের জন্মদিন। গুরুজী আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আপনি আমাদের সাথেই আছেন, পাশেই আছেন আর তাই আপনার বিশ্বাসকে ধরে রাখতে পেরেছি সবাই আর ভবিষ্যতেও এর অন্যথা হবে না।

শিশুদের ভয়, ভীতি এবং প্রতিকারের উপায়

ভয়ের রহস্যময় ভয়াবহতা থেকে রক্ষে নেই অবুঝ শিশুদেরও। সেটা অনেক সময় আবার এমনই কঠিন রূপ ধারণ করে যে সেটা টলিয়ে দিতে পারে তাদের সীমাবদ্ধ সেই জীবন বৃত্তটাকেও। বলা যেতে পারে, সেটা তাদের আবার অতি আচম্বিতেই নিক্ষেপ করতে পারে অন্ধকারময় পরিবেশের মধ্যেও। বলাই বাহুল্য, তখন ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন বাবা মা-সহ পরিবারের অন্যান্যরাও।

ডাঃ শামসুল হক

ভয় এমনই অপ্রত্যাশিত একটা অনুভুতি যাকে ছোট থেকে বড় কার ও পক্ষেই এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। যতদূর জানা গেছে , এই ভয় বা ভীতিকর পরিস্থিতি নিয়ে নানান ধরণের চিন্তাভাবনার রেশ ছিল সৃষ্টির একেবারে শুরুতে , আছে এখনও। বরং বলা যেতে পারে দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে তার প্রবণতাও । আবার ক্ষেত্রবিশেষে সেটা আমাদের মনের গভীরে এমনই ক্ষতের সৃষ্টি করে যে সেটাকে সামাল দেওয়া অনেক সময় বেশ কষ্টকর হয়েও ওঠে।

ভয়ের রহস্যময় ভয়াবহতা থেকে রক্ষে নেই আবুঝ শিশুদেরও । সেটা অনেক সময় আবার এমন ই কঠিন রূপ ধারণ করে যে সেটা টলিয়ে দিতে পারে তাদের সীমাবদ্ধ সেই জীবন বৃত্তটাকেও । বলা যেতে পারে, সেটা তাদের আবার অতি আচম্বিতেই নিক্ষেপ করতে পারে অন্ধকারময় পরিবেশের মধ্যেও। বলাই বাহুল্য, তখন ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন বাবা মা সহ পরিবারের অন্যান্যরাও । অনেক সময় তার প্রভাব আবার এতদূর পর্যন্ত ই প্রভাব বিস্তার করে যে সেটা শিশুদের দুর্বল করেও দিতে পারে। মানসিকভাবেই তখন সে আবার হয়ে উঠতে পারে ভীষণ ভীতু কিংবা আতঙ্কগ্রস্তও।

অত এব তেমন ঘটনা ঘটলে সাবধান হতেই হবে। সদা সতর্ক থাকতে হবে শিশুর বাবা মা এবং তার কাছের মানুষজনদের ও । এমন ও দেখা গেছে যে সেটাকে কেউ কেউ তুচ্ছ ঘটনা বলে এড়িয়ে চলারও চেষ্টা করে থাকেন। আসলে সেটা কিন্তু মোটেই হেলাফেলা করার মতো ব্যাপার নয়। অনেক সময় আবার ছোট ছোট শিশুদের মনের মধ্যে জিজ্ঞাস্য কিছু প্রশ্নের উদয় হলে এবং তখন তাদের কাছের লোকজনের কাছে নিজের মনের কথা বললেও সেটাকে তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যে আনার চেষ্টাই করেন না। উল্টে অনেক সময় তাঁরাই আবার এমনই ভয়ের আবাহ সৃষ্টি করেন যে ক্ষেত্রবিশেষে সেটা তাদের মনকে বিদ্রোহীও করে তুলতে পারে। মনের গভীরে জন্ম হতে পারে ভয় এবং ভীতিও ।

কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও আবার এই ভয় নামক উপলব্ধিটাকে তেমন গ্ াহ্যের মধ্যে আনার চেষ্টাই করা হয় না। বলা যেতে পারে, শিশুর মানসিকতাকে সঠিক ও স্বচ্ছতার সঙ্গে উপলব্ধি করার মানসিকতাই যেন হারিয়ে ফেলেছি আমারা। এমন ও ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে যে অনেক শিক্ষাঙ্গনে শিশুদের ভয় দেখিয়ে পড়াশোনা শেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। সেইসঙ্গে শিশুদের স্বভাবসুলভ দুষ্টুমিগুলোকেও দমিয়ে রাখার ই চেষ্টা করা হচ্ছে ভয় দেখিয়েই । কিন্তু শিশুদের জন্য সেই পন্থা যে কতখানি

অবৈজ্ঞানিক সেটা ভাবার চেষ্টাও করেন না তাঁরা।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন একটা শিশুর মনে ভয়ের উদ্রেক হতে পারে নানান ধরণের গণ্ডগোল অথবা অপ্রকাশিত শব্দ কিংবা বিশৃঙ্খলা থেকেই । অনেক সময় তাদের শারীরিক অসুস্থতা বা অস্থিরতা থেকেও মনের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি হতে পারে। আবার কোন স্থানে হঠাৎ আগুন দেখলে, আকাশে মেঘের গর্জন শুনলে অথবা বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে দেখলেও ভয় পেতে পারে। তখন তাদের মনের আবার মধ্যে পড়তে পারে অতিরিক্ত চাপ এবং একটা সময় সেটা হয়ে উঠতে পারে একটা মজ্জাগত ব্যাধিও । একসময় সে হয়ে উঠতে পারে মানসিক প্রতিবন্ধীও।

অত এব সদা সতর্ক থাকতে হবে পিতা মাতা সহ বাড়ির অন্যান্য সকলকেও । তখন প্রবেশ করতে হবে তাদের মনের গভীরেও । প্রয়োজন মনে করলে দূর দূরান্তে বেড়াতে নিয়ে গিয়েই তাদের মানসিকভাবে স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করতে হবে। তাদের দিতে হবে পছন্দমতো খাবার দাবার কিংবা খেলনাও ।

শিশুদের এই ধরণের অস্বাভাবিক ঘটনা দেখে বসে নেই মনোবিজ্ঞানীরাও। আর এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়েছেন যিনি, তিনি হলেন প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী স্যার জে . বি . ওয়াটসন । তিনি তাঁর সাইকোলজিক্যাল কেয়ার অফ ইনফ্যান্ট এণ্ড চাইল্ড গ্ ন্থে বিধৃত করেছেন সেইসব কথাই।

তিনি লিখেছেন শিশুদের জন্য প্রয়োজন মনস্তাত্ত্বিক যত্ন এবং অতি অবশ্যই প্রয়োজন প্রতিপালনের নানান পদ্ধতিও । শিশুদের ভয় দূরীকরণ নিয়েও কলম ধরেছেন তিনি। লিখেছেন ভয় থেকে তাদের দূরে রাখার গ্ হনযোগ্য উপায় হল সঠিক আলোচনা এবং অনুভূতি তৈরি করা। ছোট হলেও তাদের সঙ্গে কথার মাধ্যমেই সবকিছু বোঝানোর চেষ্টা করা । কোন রকম অগ্ াহ্য করা তো নয় ই । হঠাৎ হঠাৎ ভয় পেলে তারা নিজেরাই যাতে তার মোকাবেলা করতে পারে তৈরি করতে হবে তেমন পরিস্থিতিও । আর সেটা একমাত্র সম্ভব বাবা মায়ের পক্ষেই । আর তেমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতেই হবে।

ওয়াটসন সাহেব এমনই একজন মনোবিজ্ঞানী যিনি সারাটা জীবন ধরে আলোচনা করেছেন অনেককিছু বিষয় নিয়েই । আর সেগুলো সবই মানুষের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে ভীষণ কার্যকর হয়েও উঠেছিল। তবে ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে তাঁর বিশেষ ধরণের চিন্তাভাবনা তাঁর কাছে অতি মূল্যবান এবং আগ্রহের বিষয় হয়েও উঠেছিল।